



HSC 26

অনলাইন ব্যাচ

বাংলা • ইংরেজি • আইসিটি

বাংলা

১ম পত্র

আলোচ্য বিষয়

অপরিচিতা

অনলাইন ব্যাচ সম্পর্কিত যেকোনো জিজ্ঞাসায়,

কল করো **৮০০১৬৯১০**

শিখনফল

- ✓ নিম্নবিত্ত ব্যক্তির হঠাতে বিত্তশালী হয়ে ওঠার ফলে সমাজে পরিচয় সংকট সম্পর্কে ধারণা লাভ করবে।
 - ✓ তৎকালীন সমাজ-সভ্যতা ও মানবতার অবমাননা সম্পর্কে জানতে পারবে।
 - ✓ তৎকালীন সমাজের পণ্পথার কুপ্রভাব সম্পর্কে জানতে পারবে।
 - ✓ তৎকালে সমাজে ভদ্রলোকের স্বভাববৈশিষ্ট্য সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।
 - ✓ নারী কোমল ঠিক, কিন্তু দুর্বল নয়- কল্যাণীর জীবনচরিত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই সত্য অনুধাবন করতে পারবে।
 - ✓ মানুষ আশা নিয়ে বেঁচে থাকে- অনুপমের দৃষ্টান্তে মানবজীবনের এই চিরন্তন সত্যদর্শন সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করবে।

প্রাক-মূল্যায়ন

১। অনপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

২। মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার-

নিচের অনচ্ছেদটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিতৃহীন দীপুর চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপু শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও ঘোতুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। দীপু মেয়েটির ছবি দেখে মন্ত্র হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৩। দীপুর চাচার সঙ্গে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

৪। উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে -

নিচের কোনটি ঠিক?

৫. অনুপমের বয়স কত বছৰ?

কতগুলো প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিতে পারলে?

SL	Ans								
১	খ	২	গ	৩	খ	৪	ক	৫	গ

শব্দার্থ ও টীকা

মূল শব্দ	শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা
এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়ো, না গুণের হিসাবে	গল্লের কথক চরিত্র অনুপমের আত্মসমালোচনা। পরিমাণ ও গুণ উভয় দিক দিয়েই যে তার জীবনটি নিতান্তই তুচ্ছ সে কথাই এখানে ব্যক্ত হয়েছে।
ফলের মতো গুটি	গুটি এক সময় পূর্ণ ফলে পরিণত হয়। কিন্তু গুটিই যদি ফলের মতো হয় তাহলে তার অসম্পূর্ণ সারবত্তা প্রকট হয়ে ওঠে। নিজের নিষ্ফল জীবনকে বোঝাতে অনুপমের ব্যবহৃত উপমা।
অন্ধপূর্ণা	অন্ধে পরিপূর্ণা। দেবী দুর্গা।
গজানন	দেবী দুর্গার দুই পুত্র; অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দুর্গার কোলে থাকা দেব-সেনাপতি কার্তিকেয়কে বোঝানো হয়েছে। ব্যঙ্গার্থে প্রয়োগ।
আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অন্ধপূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।	ভূষণ, প্রসাধন, শোভা। ভাষার মাধুর্য ও উৎকর্ষ বৃদ্ধি করে এমন গুণ।
ফল্ট	ভারতের গয়া অঞ্চলের অন্তঃসলিলা নদী। নদীটির ওপরের অংশে বালির আন্তরণ কিন্তু ভেতরে জলশ্বেত প্রবাহিত।
ফল্টুর বালির মতন তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন।	অনুপম তার মামার চরিত্র-বৈশিষ্ট্য প্রসঙ্গে কথাটি বলেছে। সংসারের সমস্ত দায়-দায়িত্ব পালনে তার ভূমিকা এখানে উপমার মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে
গপুষ	একমুখ বা এককোষ জল
অন্তঃপুর	অল্পরমহল। ভেতরবাড়ি
স্বয়ংবরা	যে মেয়ে নিজেই স্বামী নির্বাচন করে
গুড়গুড়ি	আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত হৃকাবিশেষ
বাঁধা ছঁকা	সাধারণ মানুষের ব্যবহার্য নারকেল-খোলে তৈরি ধূমপানের যন্ত্রবিশেষ
উমেদারি	প্রার্থনা। চাকরির আশায় অন্যের কাছে ধরনা দেওয়া।
অবকাশের মরুভূমি এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল।	আনন্দহীন প্রচুর অবসর বোঝানো হয়েছে। লক্ষ্মী ধন ও ঐশ্বর্যের দেবী। মঙ্গলঘট তার প্রতীক। কল্যাণীদের বংশে একসময় লক্ষ্মীর কৃপায় ঐশ্বর্যের ঘট পূর্ণ ছিল।
পশ্চিমে আন্দামান দ্বীপ	এখানে ভারতের পশ্চিম অঞ্চলকে বোঝানো হয়েছে।
কোন্নগর	ভারতীয় সীমানাভুক্ত বঙ্গোপসাগরের দ্বীপবিশেষ। স্বদেশি আন্দোলনের যুগে রাজবন্দিদের নির্বাসন শাস্তি দিয়ে আন্দামান বা আল্দামানে পাঠানো হতো।

শব্দার্থ ও টীকা	
মূল শব্দ	শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা
মনু-সংহীতা	বিধানকর্তা বা শাস্ত্রপ্রণেতা মুনিবিশেষ।
মনু-সংহীতা	মনু-প্রণীত মানুষের আচরণবিধি সংক্রান্ত গ্রন্থ।
প্রজাপতি	জীবের স্তুষ্টা। ব্রহ্মা। ইনি বিয়ের দেবতা।
পঞ্চশর	মদনদেবের ব্যবহার্য পাঁচ ধরনের বাণ।
কল্প	নানা রকম বাদ্যযন্ত্রের ঐকতান।
সেকরা	স্বর্ণকার, সোনার অলংকার প্রস্তুতকারক
বর্বর কোলাহলের মত হস্তী দ্বারা সংগীতসরস্তীর পদ্মবন দলিল বিদলিল করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম	অনুপম নিজের বিবাহযাত্রার পরিস্থিতি বর্ণনায় সুরশূন্য বিকট কোলাহলকে সংগীত সরস্তীর পদ্মবন দলিল হওয়ার ঘটনার সঙ্গে তুলনা করেছে।
অভিষিক্ত	অভিষেক করা হয়েছে এমন
সওগাংদ	উপচৌকন। ভেট।
দেওয়া-থোওয়া	যে পাথরে ঘষে সোনার খাঁটিত্ব পরীক্ষা করা হয়
কষ্টিপাথর	আলবোলা। ফরসি। দীর্ঘ নলযুক্ত ছকাবিশেষ
মকরমুখো মোটা একখানা বালা	মকর বা কুমিরের মুখাকৃতিযুক্ত হাতে পরিধেয় অলংকারবিশেষ
এয়ারিং	কানের দুল। Earring
দক্ষযজ্ঞ	প্রজাপতি দক্ষ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞ। এ যজ্ঞে পতিনিল্বা শুনে সতী দেহত্যাগ করেন। স্তীর মৃত্যুসংবাদ শুনে শিব অনুচরসহ যজ্ঞস্থলে পৌছে যজ্ঞ ধ্বংস করে দেন এবং সতীর শর কাঁধে তুলে নিয়ে প্রলয় নৃত্যে মত হন। এখানে প্রলয়কাণ্ড বা হট্রগোল বোঝাচ্ছে।
রসনচৌকি	শানাই, ঢোল ও কাঁসি- এই তিনি বাদ্যযন্ত্রে সৃষ্টি ঐকতানবাদন
অভ্র	এক ধরনের খনিজ ধাতু। Mica
অভ্রের ঝাড়	অভ্রের তৈরি ঝাড়বাতি।
মহানির্বাণ	সবরকমের বন্ধন থেকে মুক্তি।
কলি	পুরাণে বর্ণিত চার যুগের শেষ যুগ। কলিযুগ।
কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল।	কলিকাল পরিপূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল।

শব্দার্থ ও টীকা

মূল শব্দ	শব্দের অর্থ ও ব্যাখ্যা
পাকযন্ত্র	পাকস্থলী
প্রদোষ	সন্ধ্যা
একচক্ষু লঞ্চন	মাটির খোলের দুপাশে চামড়া লাগানো এক ধরনের বাদ্যযন্ত্র
গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল	চলন্ত রেলগাড়ির অবিরাম ধাতব ধ্বনি বোঝানো হয়েছে
ধুয়া	গানের যে অংশ দোহাররা বারবার পরিবেশন করে।
জড়িমা	আড়ঢ়তা। জড়ত্ব।
মঞ্জরী	কিশলয়যুক্ত কচি ভাল। মুকুল
একপত্রন	একপ্রস্তু
কানপুর	কল্যাণী যে দেশমাতৃকার সেবায় আত্মনিয়োগ করেছে, অনুপমের এই আত্মোপলক্ষ্মি এখানে প্রকাশিত।

১০ মূল আলোচ্য বিষয়

মূল গল্প

আজ আমার বয়স সাতাশ মাত্র। এ জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুনের হিসাবে। তবু ইহার একটু বিশেষ মূল্য আছে। ইহা সেই ফুলের মতো যাহার বুকের উপরে ভ্রমর আসিয়া বসিয়াছিল, এবং সেই পদক্ষেপের ইতিহাস তাহার জীবনের মাঝখানেফলের মতো গুটি ধরিয়া উঠিয়াছে।

সেই ইতিহাসটুকু আকারে ছোটো, তাহাকে ছোটো করিয়াই লিখিব। ছোটোকে যাঁহারা সামান্য বলিয়া ভুল করেন না তাঁহারা ইহার রস বুঝিবেন। কলেজে যতগুলো পরীক্ষা পাশ করিবার সব আমি চুকাইয়াছি। [ছেলেবেলায়](#) আমার সুন্দর চেহারা লইয়া পণ্ডিতমশায়

আমাকে শিমুল ফুল ও মাকাল ফলের সহিত

তুলনা করিয়া, বিদ্রূপ করিবার সুযোগ

পাইয়াছিলেন। ইহাতে তখন বড় লজ্জা পাইতাম;

কিন্তু বয়স হইয়া এ কথা ভাবিয়াছি, যদি

জন্মান্তর থাকে তবে আমার মুখে সুরূপ এবং



পণ্ডিতমশায়দের মুখে বিদ্রূপ আবার যেন অমনি করিয়াই প্রকাশ পায়। আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন। ওকালতি করিয়া তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করিয়াছেন, ডোগ করিবার সময় নিমেষমাত্র পান নাই। মৃত্যুতে তিনি যে হাঁফ ছাড়িলেন সেই তাঁর প্রথম অবকাশ।

আমার তখন বয়স অল্প। মার হাতেই আমি মানুষ। মা গরিবের ঘরের মেয়ে; তাই, আমরা যে ধনী এ কথা তিনিও ভোলেন না, আমাকে ভুলিতে দেন না। শিশুকালে আমি কোলে কোলেই মানুষ-বোধ করি, সেইজন্য শেষ পর্যন্ত আমার পুরাপুরি বয়সই হইল না।

আজও আমাকে দেখিলে মনে হইবে, আমি অর্পূর্ণার কোলে গজাননের ছোটো ভাইটি।

আমার আসল অভিভাবক আমার মামা। তিনি আমার চেয়ে বড়োজোর বছর ছয়েক বড়। কিন্তু ফল্টুর বালির মতো তিনি আমাদের সমস্ত সংসারটাকে নিজের অন্তরের মধ্যে শুষিয়া লইয়াছেন। তাঁহাকে না খুঁড়িয়া এখানকার এক গঙ্গুষও রস পাইবার জো নাই। এই কারণে কোনো-কিছুর জন্যই আমাকে কোনো ভাবনা ভাবিতেই হয় না। কন্যার পিতা মাত্রেই স্বীকার করিবেন, আমি সৎপাত্র। তামাকটুকু পর্যন্ত খাই না। ভালোমানুষ হওয়ার কোনো ঝাঙ্কাট নাই, তাই আমি নিতান্ত ভালোমানুষ। মাতার আদেশ মানিয়া চলিবার ক্ষমতা আমার আছে- বস্তুত, না মানিবার ক্ষমতা আমার নাই। অন্তঃপুরের শাসনে চলিবার মতো করিয়াই আমি প্রস্তুত হইয়াছি, যদি কোনো কন্যা স্বয়ম্বরা হন তবে এই সুলক্ষণটি স্মরণ রাখিবেন।

অনেক বড়ো ঘর হইতে আমার সমন্বয় আসিয়াছিল। কিন্তু মামা, যিনি পৃথিবীতে আমার ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট, বিবাহ সম্বন্ধে তাঁর একটা বিশেষ মত ছিল। ধনীর কন্যা তাঁর পছল নয়। আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়া আসিবে, এই তিনি চান। অথচ টাকার প্রতি আসক্তি তাঁর অস্ত্রিমজ্জায় জড়িত।

তিনি এমন বেহাই চান যাহার টাকা নাই অথচ যে টাকা দিতে কসুর করিবে না। যাহোক শোষণ করা চলিবে অথচ বাড়িতে আসিলে গুড়গুড়ির পরিবর্তে বাঁধা ছঁকায় তামাক দিলে যাহার নালিশ খাটিবে না।

আমার হরিশ কানপুরে কাজ করে। সে ছুটিতে কলিকাতায় আসিয়া আমার মন উতলা করিয়া দিল। সে বলিল,
“ওহে, মেয়ে যদি বল একটি খাসা মেয়ে আছে।”

কিছুদিন পূর্বেই এমএ পাশ করিয়াছি। সামনে যত দূর পর্যন্ত দৃষ্টি চলে ছুটি ধূ ধূ করিতেছে; পরীক্ষা নাই, উমেদির
নাই, চাকরি নাই; নিজের বিষয় দেখিবার চিন্তাও নাই, শিক্ষাও নাই, ইচ্ছাও নাই- থাকিবার মধ্যেও ভিতরে
আছেন মা এবং বাহিরে আছেন মামা।

এই অবকাশের মরুভূমির মধ্যে আমার হৃদয়
তখন বিশ্বব্যাপী নারীরূপেরমরীচিকা
দেখিতেছিল- আকাশে তাহার দৃষ্টি, বাতাসে
তাহার নিঃশ্বাস, তরুমর্মে তাহার গোপন কথা।
এমন সময় হরিশ আসিয়া বলিল, “মেয়ে যদি
বল, তবে-”। আমার শরীর-মন বসন্তবাতাসে



বকুলবনের নবপল্লবরাশির মতো কাঁপিতে কাঁপিতে আলোছায়া বুনিতে লাগিল। হরিশ মানুষটা ছিল রসিক, রস
দিয়ে বর্ণনা করিবার শক্তিতে তাহার ছিল, আর আমার মন ছিল তৃষ্ণার্ত।

আমি হরিশকে বলিলাম, “একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ।”

হরিশ আসর জমাইতে অদ্বিতীয়। তাই সর্বত্রই তাহার খাতির। মামাও তাহাকে পাইলে ছাড়িতে চান না। কথাটা
তাঁর বৈঠকে উঠিল। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই তাঁহার কাছে গুরুতর। বাপের অবস্থা তিনি যেমনটি
চান তেমনি।

এক কালে ইহাদের বংশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট ভরা ছিল। এখন তাহা শূন্য বলিলেই হয়, অথচ তলায় সামান্য কিছু
বাকি আছে। দেশে বংশমর্যাদা রাখিয়া চলা সহজ নয় বলিয়া ইনি পশ্চিমে গিয়া বাস করিতেছেন। সেখানে গরিব
গৃহস্থের মতোই থাকেন। একটি মেয়ে ছাড়া তাঁর আর নাই। সুতরাং তাহারাই পশ্চাতে লক্ষ্মীর ঘটটি একেবারে
উপুড় করিয়া দিতে দ্বিধা হইবে না।

এসব ভালো কথা। **কিন্তু**, মেয়ের বয়স যে পনেরো, তাই শুনিয়া মামার মন ভার হইল। বংশে তো কোনো দোষ
নাই? না, দোষ নাই- বাপ কোথাও তাঁর মেয়ের যোগ্য বর খুজিয়া পান না। একে তো বরের ঘাট মহার্ঘ, তাহার
পরে ধুনুক-ভাঙ্গা পণ, কাজেই বাপ কেবলই সবুর করিতেছেন- কিন্তু মেয়ের বয়স সবুর করিতেছে না।

যাই হোক, হরিশের সরস রচনার গুণ আছে। মামার মন নরম হইল। বিবাহের ভূমিকা-অংশটা নির্বিশেষে সমাধা
হইয়া গেল। কলিকাতার বাহিরে বাকি যে পৃথিবীটা আছে সমস্তটাকেই মামা আন্তর্মান দ্বীপের অন্তর্গত বলিয়া
জানেন। জীবনে একবার বিশেষ কাজে তিনি কোন্তের পর্যন্ত গিয়েছিলেন। মামা যদি মনু হইতেন তবে তিনি
হাবড়ার পুল পার হওয়াটাকে তাহার সংহিতায় একেবারে নিষেধ করিয়া দিতেন। মনের মধ্যে ইচ্ছা ছিল, নিজের
চোখে মেয়ে দেখিয়া আসিব। সাহস করিয়া প্রস্তাব করিতে পারিলাম না।

কন্যাকে আশীর্বাদ করিবার জন্য যাহাকে পাঠানো হইল সে আমাদের বিনুদাদা, আমার পিসতুতো ভাই। তাহার
মতো রুচি এবং দক্ষতার ‘পরে আমি ঘোলো-আনা নির্ভর করিতে পারি। বিনুদা ফিরিয়া আসিয়া বলিলেন,

“মন্দ নয় হে! খাটি সোনা বটে!” বিনুদাদার ভাষাটা অত্যন্ত আঁট। যেখানে আমরা বলি ‘চমৎকার’ সেখানে তিনি বলেন ‘চলনসই’। অতএব বুঝিলাম, আমার ভাগ্যে প্রজাপতির সঙ্গে পঞ্চশরের কোনো বিরোধ নাই।
বলা বাহুল্য, বিবাহ-উপলক্ষে কন্যাপক্ষকেই

কলিকাতা আসিতে হইল। কন্যার পিতা শঙ্খনাথবাবু হরিশকে কত বিশ্বাস করেন তাহার প্রমাণ এই যে, বিবাহের তিন দিন পূর্বে তিনি আমাকে চক্ষে দেখেন এবং আশীর্বাদ করিয়া যান। **বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে। চুল কাঁচা, গেঁফে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে মাত্র। সুপুরুষ বটে। ডিঢ়ের মধ্যে দেখিলে সকলের আগে তাঁর উপরে চোখ পড়িবার মতো চেহারা।**

আশা করি আমাকে দেখিয়া তিনি খুশি হইয়াছিলেন। বোঝা শক্ত, কেননা তিনি বড়ই চুপচাপ। যে দুটি-একটি কথা বলেন যেন তাহাতে পুরা জোর দিয়া বলেন না। মামার মুখ তখন অনর্গল ছুটিতেছিল- ধনে মানে আমাদের স্থান যে শহরের কারও চেয়ে কম নয়, সেইটেকেই তিনি নানা প্রসঙ্গে প্রচার করিতেছিলেন। শঙ্খনাথবাবু এ কথায় একেবারে ঘোগই দিলেন না- কোনো ফাঁকে একটা বা ছু বা হাঁ কিছুই শোনা গেল না। আমি হইলে দমিয়া যাইতাম, কিন্তু মামাকে দমানো শক্ত। তিনি শঙ্খনাথবাবুর চুপচাপ ভাব দেখিয়া ভাবিলেন, লোকটা নিতান্ত নিজীব, একেবারে কোনো তেজ নাই। **বেহাই-সম্পদায়ের আর যাই থাক, তেজ থাকাটা দোষের, অতএব মামা মনে মনে খুশি হইলেন। শঙ্খনাথবাবু যখন উঠিলেন তখন মামা সংক্ষেপে উপর হইতেই তাঁকে বিদায় করিলেন, গাড়িতে তুলিয়া দিতে গেলেন না।**

পণ সম্বন্ধে দুই পক্ষে পাকাপাকি কথা ঠিক হইয়া গিয়াছিল। মামা নিজেকে অসামান্য চতুর বলিয়াই অভিমান করিয়া থাকেন। কথাবার্তায় কোথাও তিনি কিছু ফাঁক রাখেন নাই। টাকার অঙ্ক তো স্থির ছিলই, তারপরে গহনা কত ভরির এবং সোনা কত দরের হইবে সেও একেবারে বাঁধাবাঁধি হইয়া গিয়াছিল।

আমি নিজে এসমস্ত কথার মধ্যে ছিলাম না; জানিতাম না দেনা-পাওনা কি স্থির হইল। মনে জানিতাম, এই স্কুল অংশটাও বিবাহের একটা প্রধান অংশ, এবং সে অংশের ভাব যার উপরে তিনি এক কড়াও ঠকিবেন না। বস্তুত, আশ্চর্য পাকা লোক বলিয়া মামা আমাদের সমস্ত সংসারের প্রধান গর্বের সামগ্ৰী। যেখানে আমাদের কোনো সম্বন্ধ আছে সেখানে সর্বব্রহ্ম তিনি বুদ্ধির লড়াইয়ে জিতিবেন, এ একেবারে ধরা কথা, এই জন্য আমাদের অভাব না থাকিলেও এবং অন্য পক্ষের অভাব কঠিন হইলেও জিতিব, আমাদের সংসারের এই জেদ-ইহাতে যে বাঁচুক আর যে মরুক।

গায়ে-হলুদ অসম্ভব রকম ধূম করিয়া গেল। বাহক এত গেল যে তাহার আদম-শুমারি করিতে হইলে কেরানি রাখিতে হয়। তাহাদিগকে বিদায় করিতে অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন।

ব্যাস্ত, বাঁশি, শখের কল্পট প্রভৃতি যেখানে যতপ্রকার উচ্চ শব্দ আছে সমস্ত একসঙ্গে মিশাইয়া বর্বর কোলাহলের মত হস্তী দ্বারা সংগীত সরস্বতীর পদ্মবন দলিত বিদলিত করিয়া আমি তো বিবাহ-বাড়িতে গিয়া উঠিলাম। আংটিতে হারেতে জরি-জহরতে আমার শরীর যেন গহনার নিলামে চলিয়াছে বলিয়া বোধ হইল। তাঁহাদের ভাবি জামাইয়ের মূল্য কত সেটা যেন কতক পরিমাণে

সর্বাঙ্গে স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া ভাবী স্বশুরের সঙ্গে মোকাবিলা করিতে চলিয়াছিলাম।



মামা বিবাহ-বাড়িতে ঢুকিয়া খুশি হইলেন না। একে তো উঠানটাতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হওয়াই শক্ত, তাহার পরে সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের। ইহার পরে শস্ত্রনাথবাবুর ব্যবহারটাও নেহাত ঠাণ্ডা। তাঁর বিনয়টা অজন্ম নয়। মুখে তো কথাই নাই কোমরে চাদর বাঁধা, গলা ভাঙা, টাক-পড়া, মিশ-কালো এবং বিপুল-শরীর তাঁর একটি উকিল-বন্ধু যদি নিয়ত হাত জোড় করিয়ে মাথা হেলাইয়া, নম্রতার স্মিতহাস্যে ও গদগদ বচনে কল্প পাটির করতাল-বাজিয়ে হইতে শুরু করিয়া বরকর্তাদের প্রত্যেককে বার বার প্রচুররূপে অভিষিক্ত করিয়া না দিতেন তবে গোড়াতেই এটা এসপার-ওসপার হইত।

আমি সভায় বসিবার কিছুক্ষণ পরেই মামা শস্ত্রনাথবাবুকে পাশের ঘরে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। কী কথা হইল জানি না, কিছুক্ষণ পরেই শস্ত্রনাথবাবু আমাকে আসিয়া বলিলেন, “বাবাজি, একবার এই দিকে আসতে হচ্ছে।”

ব্যাপারখানা এই। -সকলে না হউক, কিন্তু কোনো কাহার কাছে নাই না। তাঁর ভয় তাঁর বেহাই তাঁকে গহনায় ফাঁকি দিতে পারেন-বিবাহকার্য শেষ হইয়া গেলে সে ফাঁকির আর প্রতিকার চলিবে না। বাড়িভাড়া সওগাদ লোক-বিদায় প্রভৃতি সম্বন্ধে যেরকম

টানাটানির পরিচয় পাওয়া গেছে তাহাতে মামা ঠিক করিয়াছিলেন- দেওয়া-থোওয়া সম্বন্ধে এ লোকটির শুধু মুখের কথার উপর ভর করা চলিবে না। সেইজন্য বাড়ির সেকরাকে সুন্দর সঙ্গেআনিয়াছিলেন। পাশের ঘরে গিয়া দেখিলাম, মামা এক তক্ষপোশে এবং সেকরা তাহার দাঁড়িপাল্লা কষ্টিপাথর প্রভৃতি লইয়া মেঝেয় বসিয়া আছে।

শস্ত্রনাথবাবু আমাকে বলিলেন, “তোমার মামা বলিতেছেন বিবাহের কাজ শুরু হইবার আগেই তিনি কনের সমস্ত গহনা যাচাই করিয়া দেখিবেন, ইহাতে তুমি কি বল।”

আমি মাথা হেঁট করিয়া চুপ করিয়া রহিলাম।

মামা বলিলেন, “ও আবার কী বলিবে। আমি যা বলিব তাই হইবে।”

শস্ত্রনাথবাবু আমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, “সেই কথা তবে ঠিক? উনি যা বলিলেন তাই হইবে? এ সম্বন্ধে তোমার কিছুই বলিবার নাই?

আমি একটু ঘাড়-নাড়ার ইঙ্গিতে জানাইলাম, এসব কথায় আমার সম্পূর্ণ অনধিকার।

“আচ্ছা বাবা তবে বোসো, মেয়ের গা হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া আনিতেছি।” এই বলিয়া তিনি উঠিলেন।

মামা বলিলেন, “অনুপম এখানে কি করিবে। ও সভায় গিয়ে বসুক।”

শস্ত্রনাথবাবু বলিলেন, “না, সভায় নয়, এখানেই বসিতে হইবে।”

কিছুক্ষণ পরে তিনি একখানা গামছায় বাঁধা গহনা আনিয়া তক্ষপোশের উপর মেলিয়া ধরিলেন। সমস্তই তাঁহার পিতামহীদের আমলের গহনা- হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম কাজ নয়- যেমন মোটা তেমনি ভারী।

সেকরা গহনা হাতে তুলিয়া লইয়া বলিল, “এ আর দেখিব কী। ইহাতে খাদ নাই-এমন সোনা এখনকার দিনে ব্যবহারই হয় না।”



এই বলিয়া যে মকরমুখ্যা মোটা একখানা বালায় একটু চাপ দিয়া দেখাইল তাহা বাঁকিয়া যায়।
মামা তখনই নোটবইয়ে গহনাগুলির ফর্দ টুকিয়া লইলেন, পাছে যাহা দেখানো হইল তাহার কোনোটা কম পড়ে।
হিসাব করিয়াদেখিলেন, গহনা যে পরিমাণ দিবার
কথা এগুলি সংখ্যায়, দরে এবং ভারে অনেক
বেশি। গহনাগুলির মধ্যে একজোড়া এয়ারিং ছিল।
শঙ্কুনাথ সেইটে সেকরার হাতে দিয়া বলিলেন,
“এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।”
সেকরা কহিল, “ইহা বিলাতি মাল, ইহাতে সোনার
ভাগ সামান্যই আছে।”



শঙ্কুবাবু এয়ারিং জোড়া মামার হাতে দিয়া বলিলেন, “এটা আপনারাই রাখিয়া দিন।”
মামা সেটা হাতে লইয়া দেখিলেন, এই এয়ারিং দিয়াই কন্যাকে তাহারা আশীর্বাদ করিয়াছিলেন।
মামার মুখ লাল হইয়া উঠিল। দরিদ্র তাঙ্কাকে ঠকাইতে চাহিবে কিন্তু তিনি ঠকিবেন না
এই আনন্দ-সন্তোগ হইতে বঞ্চিত হইলেন এবং তাহার উপরেও কিছু উপরি-পাওনা জুটিল। অত্যন্ত মুখ ভার
করিয়া বলিলেন, “অনুপম, যাও, তুমি সভায় গিয়া
বোসো গো।”

শঙ্কুনাথবাবু বলিলেন, “না, এখন সভায় বসিতে
হইবে না। চলুন, আগে আপনাদের খাওয়াইয়া
দিই।”

মামা বলিলেন, “সে কী কথা। লঘ-



শঙ্কুনাথবাবু বলিলেন, “সেজন্য কিছু ভাবিবেন না- এখন উঠুন।”

লোকটি নেহাত ভালোমানুষ-ধরনের, কিন্তু তিতরে বেশ একটু জোর আছে বলিয়া বোধ হইল। মামাকে উঠিতে
হইল। বরঘাত্রীদেরও আহার হইয়া গেল। আয়োজনের আড়ম্বর ছিল না। কিন্তু রান্না ভালো এবং সমস্ত বেশ
পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন বলিয়া সকলেরই তৃপ্তি হইল।

বরঘাত্রীদের খাওয়া শেষ হইলে শঙ্কুনাথবাবু আমাকে খাইতে বলিলেন। মামা বলিলেন, “সে কি কথা। বিবাহের
পূর্বে বর খাইবে কেমন করিয়া।”

এ সম্পন্নে মামার কোনো মতপ্রকাশকে তিনি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করিয়া আমার দিকে চাহিয়া বলিলেন, তুমি কি বল।
বসিয়া যাইতে দোষ কিছু আছে?”

মুর্তিমতি মাতৃ-আজ্ঞা-স্বরূপে মামা-উপস্থিত, তাঁর বিরুদ্ধে চলা আমার পক্ষে অসম্ভব। আমি আহারে বসিতে
পারিলাম না।

তখন শঙ্কুনাথবাবু বলিলেন, “আপনাদিগকে অনেক কষ্ট দিয়াছি। আমরা ধনী নই, আপনাদের যোগ্য আয়োজন
করিতে পারি নাই, ক্ষমা করিবেন। রাত হইয়া গেছে, আর আপনাদের কষ্ট বাড়াইতে ইচ্ছা করি না। এখন তবে-

মামা বলিলেন, “তা, সভায় চলুন, আমরা তো প্রস্তুত আছি।”

শন্তুনাথ বলিলেন, “তবে আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই?”

মামা আশচর্য হইয়া বলিলেন, “ঠাট্টা করিতেছেন নাকি।”

শন্তুনাথ কহিলেন, “ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন। ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই।”

মামা দুই চোখ এত বড়ো করিয়া মেলিয়া অবাক হইয়া রাখলেন।

শন্তুনাথ কহিলেন, “আমার কন্যার গহনা আমি চুরি করিব এ কথা যারা মনে করে তাদের হাতে আমি কন্যা দিতে পারি না।

আমাকে একটি কথা বলাও তিনি আবশ্যিক বোধ করিলেন না। কারণ, প্রমাণ হইয়া গেছে, আমি কেহই নই।

তারপরে যা হইল সে আমি বলিতে ইচ্ছা করি না। ঝাড়লঠন ভাঙ্গিয়া-চুরিয়া, জিনিসপত্র লগ্নভগ্ন করিয়া, বরযাত্রের দল দক্ষযজ্ঞের পালা সারিয়া বাইর

হইয়া গেল। বাড়ি ফিরিবার সময় ব্যান্ড রসনচৌকি

ও কল্পট একসঙ্গে বাজিল না এবং অন্তের

ঝাড়গুলো আকাশের তারার উপর আপনাদের

কর্তব্যের বরাত দিয়া কোথায় যে মহানির্বাণ লাভ

করিল সন্ধান পাওয়া গেল না।

বাড়ির সকলে তো রাগিয়া আগুন। কন্যার পিতার

এত গুমর! কলি যে চারপোয়া হইয়া আসিল!



সকলে বলিল, “দেখি, মেয়ের বিয়ে দেন কেমন করিয়া।” কিন্তু মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী।

সমস্ত বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কল্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে। এত বড়ো সৎপাত্রের কপালে এত বড়ো কলঙ্কের দাগ কোনু নষ্টগ্রহ এত আলো জ্বালাইয়া, বাজনা বাজাইয়া, সমারোহ করিয়া আঁকিয়া দিল? বরযাত্রীরা এই বলিয়া কপাল চাপড়াইতে লাগিল যে, ‘বিবাহ হইল না অথচ আমাদের ফাঁকি দিয়া খাওয়াইয়া দিল—পাকযন্ত্রটাকে সমস্ত অন্নসুন্দ সেখানে টান মারিয়া ফেলিয়া দিয়া আসিতে পারিলে তবে আফসোস মিটিত।’

‘বিবাহের চুক্তিভঙ্গ ও মানহানির দাবিতে নালিশ করিব’ বলিয়া মামা অত্যন্ত গোল করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। হিতৈষীরা বুঝাইয়া দিল, তাহা হইলে তামাশার ঘেটুকু বাকি আছে তাহা পুরা হইবে।

বলা বাহ্য্য, আমিও খুব রাগিয়াছিলাম। কোনো গতিকে শন্তুনাথ বিষম জব্দ হইয়া আমাদের পায়ে ধরিয়া আসিয়া পড়েন, গেঁফের রেখায় তা দিতে দিতে এইটেই কেবল কামনা করিতে লাগিলাম।

কিন্তু, এই আক্রোশের কালো রঙের স্নোতের পাশাপাশি আর-একটা স্নোত বহিতেছিল যেটার রঙ একেবারেই কালো নয়। সমস্ত মন যে সেই অপরিচিতার পানে ছুটিয়া গিয়াছিল—এখনো যে তাহাকে কিছুতেই টানিয়া ফিরাইতে পারি না। দেয়ালটকুর আড়ালে রহিয়া গেল গো। কপালে তার চন্দন আঁকা, গায়ে তার লাল শাড়ি, মুখে তার লজ্জার রক্তিমা, হৃদয়ের ভিতরে কী যে তা কেমন করিয়া বলিব।

আমার কল্পলোকের কল্পলতাটি বসন্তের সমস্ত ফুলের ভার আমাকে নিবেদন করিয়া দিবার জন্য নত হইয়া পড়িয়াছিল। হাওয়া আসে, গন্ধ পাই, পাতার শব্দ শুনি— কেবল আর একটিমাত্র পাফেলার অপেক্ষা—এমন সময়ে সেই এক পদক্ষেপের দূরস্থুকু এক মুহর্তে অসীম হইয়া উঠিল!



এতদিন যে প্রতি সন্ধিয়া আমি বিনুদাদার বাড়িতে

গিয়া তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছিলাম! বিনুদার বর্ণনার ভাষা অত্যন্ত সংকীর্ণ বলিয়াই তাঁর প্রত্যেক কথাটি স্ফুলিঙ্গের মতো আমার মনের মাঝখানে আগুন জ্বালিয়া দিয়াছিল। বুঝিয়াছিলাম মেয়েটির রূপ বড়ো আশ্চর্য; কিন্তু না দেখিলাম তাহাকে চোখে, না দেখিলাম তার ছবি, সমস্তই অস্পষ্ট হইয়া রহিল। বাহিরে তো সে ধরা দিলই না, তাহাকে মনেও আনিতে পারিলাম না—এইজন্য মন সেদিনকার সেই বিবাহসভার দেয়ালটার বাহিরে ভূতের মতো দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বেড়াইতে লাগিল। হরিশের কাছে শুনিয়াছি, মেয়েটিকে আমার ফোটোগ্রাফ দেখানো হইয়াছিল। পছন্দ করিয়াছে বই-কি। না করিবার তো কোনো কারণ নাই। আমার মন বলে, সে ছবি তার কোনো-একটি বাক্সের মধ্যে লুকানো আছে। একলা ঘরে দরজা বন্ধ করিয়া এক- একদিন নিরালা দুপুরবেলায় সে কি সেটি খুলিয়া দেখে না? যখন ঝুঁকিয়া পড়িয়া দেখে তখন ছবিটির উপরে কি তার মুখের দুই ধার দিয়া এলোচুল আসিয়া পড়ে না? হঠাতে বাহিরে কারও পায়ের শব্দ পাইলে সে কি তাড়াতাড়ি তার সুগন্ধ আঁচলের মধ্যে ছবিটিকে লুকাইয়া ফেলে না?

দিন যায়। একটা বৎসর গেল। মামা তো লজ্জায় বিবাহসম্বন্ধের কথা তুলিতেই পারেন না। মার ইচ্ছা ছিল, আমার অপমানের কথা যখন সমাজের লোকে ভুলিয়া যাইবে তখন বিবাহের চেষ্টা দেখিবেন।

এ দিকে আমি শুনিলাম সে মেয়ের নাকি ভালো পাত্র জুটিয়াছিল, কিন্তু সে পণ করিয়াছে বিবাহ করিবে না। শুনিয়া আমার মন পুলকের আবেশে ভরিয়া গেল। আমি কল্পনায় দেখিতে লাগিলাম, সে ভালো করিয়া খায় না; সন্ধ্যা হইয়া আসে, সে চুল বাঁধিতে ভুলিয়া যায়। তার বাপ তার মুখের পানে চান আর ভাবেন, “আমার মেয়ে দিনে দিনে এমন হইয়া যাইতেছে কেন!” হঠাতে কোনোদিন তার ঘরে আসিয়া দেখেন, মেয়ের দুই চক্ষু জলে ভরা। জিজ্ঞাসা করেন, “মা, তোর কী হইয়াছে বল আমাকে।” মেয়ে তাড়াতাড়ি চোখের জল মুছিয়া বলে, “কই, কিছুই তো হয় নি বাবা।” বাপের এক মেয়ে যে-বড়ো আদরের মেয়ে। যখন অনাবৃষ্টির দিনে ফুলের কুঁড়িটির মতো মেয়ে একেবারে বিমর্শ হইয়া পড়িয়াছে তখন বাপের প্রাণে আর সহিল না। তখন অভিমান ভাসাইয়া দিয়া তিনি ছুটিয়া আসিলেন আমাদের দ্বারে।

তার পরে? তার পরে মনের মধ্যে সেই যে কালো রঙের ধারাটা বহিতেছে সে যেন কালো সাপের মতো রূপ ধরিয়া ফোঁস করিয়া উঠিল। সে বলিল, “বেশ তো, আর-একবার বিবাহের আসর সাজানো হোক, আলো জ্বলুক, দেশ-বিদেশের লোকের নিমন্ত্রণ হোক, তার পরে তুমি বরের টোপর পায়ে দলিয়া দলবল লইয়া সভা ছাড়িয়া চলিয়া এসো।” কিন্তু, যে ধারাটি চোখের জলের মতো শুভ সে রাজহংসের রূপ ধরিয়া বলিল, “যেমন করিয়া আমি একদিন দময়ন্তীর পুষ্পবনে গিয়াছিলাম, তেমনি করিয়া আমাকে একবার উড়িয়া যাইতে দাও—

আমি বিরহিপীর কানে কানে একবার সুখের খবরটা দিয়া আসি গে।” তার পরে? তার পরে দুঃখের রাত পোহাইল, নব-বর্ষার জল পড়িল, খ্লান ফুলটি মুখ তুলিল—এবারে সেই দেয়ালটার বাহিরে রহিল সমস্ত পৃথিবীর আর-সবাই, আর ভিতরে প্রবেশ করিল একটিমাত্র মানুষ। তার পরে? তার পরে আমার কথাটি ফুরালো।

কিন্তু, কথা এমন করিয়া ফুরাইল না। যেখানে আসিয়া তাহা অফুরান হইয়াছে সেখানকার বিবরণ একটুখানি বলিয়া আমার এ লেখা শেষ করিয়া দিই।

মাকে লইয়া তীর্থে চলিয়াছিলাম। আমার উপরেই ভার ছিল। কারণ, মামা এবারেও হাবড়ার পুল পার হন নাই। রেলগাড়িতে ঘুমাইতেছিলাম। ঝাঁকানি খাইতে খাইতে মাথার মধ্যে নানাপ্রকার এলোমেলো স্বপ্নের ঝুমঝুমি বাজিতেছিল। হঠাত একটা কোন্ স্টেশনে জাগিয়া উঠিলাম। আলোতে অন্ধকারে মেশা সেও এক স্বপ্ন। কেবল আকাশের তারাগুলি চিরপরিচিত—আর সবই অজানা অস্পষ্ট; স্টেশনের দীপ-কয়টা খাড়া হইয়া দাঢ়াইয়া আলো ধরিয়া এই পৃথিবীটা যে কত অচেনা এবং যাহা চারি দিকে তাহা যে কতই বহু দূরে তাহাই দেখাইয়া দিতেছে। গাড়ির মধ্যে মা ঘুমাইতেছেন; আলোর নীচে সবুজ পর্দা টানা; তোরঙ্গ বাক্স জিনিসপত্র সমস্তই কে কার ঘাড়ে এলোমেলো হইয়া রহিয়াছে, তাহারা যেন স্বপ্নলোকের উলট-পালট আসবাব, সবুজ প্রদোষের মিটামিটে আলোতে থাকা এবং না-থাকার মাঝখানে কেমন-একরকম হইয়া পড়িয়া আছে।

এমন সময়ে সেই অন্তুত পথিবীর অন্তুত রাত্রে কে বলিয়া উঠিল, “শিগ্গির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে।”

মনে হইল, যেন গান শুনিলাম। বাঙালি মেয়ের গলায় বাংলা কথা যে কী মধুর তাহা এমনি করিয়া অসময়ে অজ্ঞায়গায় আচম্কা শুনিলে তবে সম্পূর্ণ বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু, এই গলাটিকে কেবলমাত্র মেয়ের গলা বলিয়া একটা শ্রেণীভুক্ত করিয়া দেওয়া চলে না, এ কেবল একটি-মানুষের গলা; শুনিলেই মন বলিয়া ওঠে, চিরকাল গলার স্বর আমার কাছে বড়ো সত্য। রূপ জিনিসটি বড়ো কম নয়, কিন্তু মানুষের মধ্যে যাহা অন্তরতম এবং অনিবচনীয়, আমার মনে হয় কঠস্বর যেন তারই চেহারা। আমি তাড়াতাড়ি গাড়ির জানলা খুলিয়া বাহিরে মুখ বাঢ়াইয়া দিলাম, কিছুই দেখিলাম না। প্ল্যাটফর্মের অন্ধকারে দাঢ়াইয়া গার্ড তাহার একচক্ষু লঞ্চন নাড়িয়া দিল, গাড়ি চলিল; আমি জানলার কাছে বসিয়া রহিলাম। আমার চোখের সামনে কোনো মূর্তি ছিল না, কিন্তু হৃদয়ের মধ্যে আমি একটি হৃদয়ের রূপ দেখিতে লাগিলাম।

সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ। কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি - চঞ্চল কালের ক্ষুঙ্খ হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার ঢেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।



সে যেন এই তারাময়ী রাত্রির মতো, আবৃত করিয়া ধরে কিন্তু তাহাকে ধরিতে পারা যায় না। ওগো সুর, অচেনা কঠের সুর, এক নিমেষে তুমি যে আমার চিরপরিচয়ের আসনটির উপরে আসিয়া বসিয়াছ।

কী আশ্চর্য পরিপূর্ণ তুমি - চঞ্চল কালের ক্ষুর হৃদয়ের উপরে ফুলটির মতো ফুটিয়াছ, অথচ তার চেউ লাগিয়া একটি পাপড়িও টলে নাই, অপরিমেয় কোমলতায় এতটুকু দাগ পড়ে নাই।

গাড়ি লোহার মৃদঙ্গে তাল দিতে দিতে চলিল; আমি মনের মধ্যে গান শুনিতে শুনিতে চলিলাম। তাহার একটিমাত্র ধূয়া- “গাড়িতে জায়গা আছে।” আছে কি, জায়গা আছে কি। জায়গা যে পাওয়া যায় না, কেউ যে কাকেও চেনে না। অথচ সেই না-চেনাটুকু যে কুয়াশামাত্র, সে যে মায়া, সেটা ছিন্ন হইলেই যে চেনার আর অন্ত নাই। ওগো সুধাময় সুর, যে হৃদয়ের অপরূপ রূপ তুমি, সে কি আমার চিরকালের চেনা নয়। জায়গা আছে আছে-শীত্ব আসিতে ভাকিয়াছ, শীত্বই আসিয়াছি, এক নিমেষও দেরি করি নাই।

পরদিন সকালে একটা বড়ো স্টেশনে গাড়ি বদল করিতে হইবে। আমাদের ফাস্ট ক্লাসের টিকিট—মনে আশা ছিল, ভিড় হইবে না। নামিয়া দেখি, প্ল্যাটফর্মে সাহেবদের আর্দালি-দল আসবাবপত্র লইয়া গাড়ির জন্য অপেক্ষা করিতেছে। কোন এক ফৌজের বড়ো জেনারেল সাহেব ভরণে বাহির হইয়াছেন। দুই-তিন মিনিট পরেই গাড়ি আসিল। বুঝিলাম, ফাস্ট ক্লাসের আশা ত্যাগ করিতে হইবে। মাকে লইয়া কোন গাড়িতে উঠি সে এক বিষম ভাবনায় পড়িলাম। সব গাড়িতেই ভিড়। দ্বারে দ্বারে উঁকি মারিয়া বেড়াইতে লাগিলাম। এমন সময় সেকেন্ড ক্লাসের গাড়ি হইতে একটি মেয়ে আমার মাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, “আপনারা আমাদের গাড়িতে আসুন না—এখানে জায়গা আছে।”

আমি তো চমকিয়া উঠিলাম। সেই আশ্চর্যমধুর কঠ এবং সেই গানেরই ধূয়া- “জায়গা আছে।” ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া মাকে লইয়া গাড়িতে উঠিয়া পড়িলাম। জিনিসপত্র তুলিবার প্রায় সময় ছিল না। আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই।

সেই মেয়েটিই কুলিদের হাত হইতে তাড়াতাড়ি

চল্পি গাড়িতে আমাদের বিছানাপত্র টানিয়া লইল। আমার একটা ফোটোগ্রাফ তুলিবার ক্যামেরা স্টেশনেই পড়িয়া রহিল - গ্রাহ্যই করিলাম না।

তার পরে - কী লিখিব জানি না। আমার মনের মধ্যে একটি অখণ্ড আনন্দের ছবি আছে - তাহাকে কোথায় শুরু করিব, কোথায় শেষ করিব? বসিয়া বসিয়া বাক্যের পর বাক্য ঘোজনা করিতে ইচ্ছা করে না। এবার সেই সুরটিকে চোখে দেখিলাম; তখনো তাহাকে সুর বলিয়াই মনে হইল। মায়ের মুখের দিকে চাহিলাম; দেখিলাম তাঁর চোখে পলক পড়িতেছে না। মেয়েটির বয়স ঘোলো কি সতেরো হইবে, কিন্তু নবব্যৌবন ইহার দেহে মনে কোথাও যেন একটুও ভার চাপাইয়া দেয় নাই। ইহার গতি সহজ, দীপ্তি নির্মল, সৌন্দর্যের শুচিতা অপূর্ব, ইহার কোন জায়গায় কিছু জড়িমা নাই।

আমি দেখিতেছি, বিস্তারিত করিয়া কিছু বলা আমার পক্ষে অসম্ভব। এমন-কি, সে যে কী রঙের কাপড় কেমন করিয়া পরিয়াছিল তাহাও ঠিক করিয়া বলিতে পারিব না। এটা খুব সত্য যে, তার বেশে ভূষায় এমন কিছুই ছিল



A photograph of a long blue and white passenger train on a railway track.

না যেটা তাহাকে ছাড়াইয়া বিশেষ করিয়া চোখে পড়িতে পারে। সে নিজের চারি দিকের সকলের চেয়ে অধিক - রজনীগন্ধার শুভ্র মঙ্গরীর মতো সরল বৃন্তটির উপরে দাঁড়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সে গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে। সঙ্গে দুটি-তিনটি ছোটো ছোটো মেঘে ছিল, তাহাদিগকে লইয়া তাহার হাসি এবং কথার আর অন্ত ছিল না। আমি হাতে একখানা বই লইয়া সে দিকে কান পাতিয়া রাখিয়াছিলাম। যেটুকু কানে আসিতেছিল সে তো সমস্তই ছেলেমানুষদের সঙ্গে ছেলেমানুষি কথা। তাহার বিশেষত্ব এই যে, তাহার মধ্যে বয়সের তফাত কিছুমাত্র ছিল না- ছোটোদের সঙ্গে সে অনায়াসে এবং আনন্দে ছোটো হইয়া গিয়াছিল। সঙ্গে কতকগলি ছবিওয়ালা ছেলেদের গল্পের বই-তাহারই কোন একটা বিশেষ গল্প শোনাইবার জন্য মেঘেরা তাহাকে ধরিয়া পড়িল। এ গল্প নিশ্চয় তারা বিশ-পঁচিশ বার শনিয়াছে। মেঘেদের কেন যে এত আগ্রহ তাহা বুঝিলাম। সেই সুধাকঠের সোনার কাঠিতে সকল কথা যে সোনা হইয়া ওঠে। মেঘেটির সমস্ত শরীর মন যে একেবারে প্রাণে ভরা, তার সমস্ত চলায় বলায় স্পর্শে প্রাণ ঠিকরিয়া ওঠে।

তাই মেঘেরা যখন তার মুখে গল্প শোনে তখন, গল্প নয়, তাহাকেই শোনে; তাহাদের হস্তয়ের উপর প্রাণের ঝর্না ঝরিয়া পড়ে।

তার সেই উদ্ভাসিত প্রাণ আমার

সেদিনকার সমস্ত সূর্যাকিরণকে সজীব করিয়া
তুলিল; আমার মনে হইল, আমাকে যে প্রকৃতি
তাহার আকাশ দিয়া বেষ্টন করিয়াছে সে ঐ
তরুণীরই অক্লান্ত অল্পন প্রাণের বিশ্বব্যাপী



বিস্তার।—পরের স্টেশনে পৌঁছিতেই খাবারওয়ালাকে ডাকিয়া সে খুব খানিকটা চানা-মুঠ কিনিয়া লইল এবং মেঘেদের সঙ্গে মিলিয়া নিতান্ত ছেলেমানুষের মতো করিয়া কলহাস্য করিতে করিতে অসংকোচে খাইতে লাগিল। আমার প্রকৃতি যে জাল দিয়া বেড়া—আমি কেন বেশ সহজে হাসিমুখে মেঘেটির কাছে এই চানা একমুঠো চাহিয়া লইতে পারিলাম না। হাত বাড়াইয়া দিয়া কেন আমার লোভ স্থীকার করিলাম না।

মা ভালো-লাগা এবং মন্দ-লাগার মধ্যে দোমনা হইয়া ছিলেন। গাড়িতে আমি পুরুষমানুষ, তবু ইহার কিছুমাত্র সংকোচ নাই, বিশেষত এমন লোভীর মতো খাইতেছে, সেটা ঠিক তাঁর পছন্দ হইতেছিল না; অথচ ইহাকে বেহায়া বলিয়াও তাঁর ভ্রম হয় নাই। তাঁর মনে হইল, এ মেঘের বয়স হইয়াছে কিন্তু শিক্ষা হয় নাই। মা হঠাতে কারও সঙ্গে আলাপ করিতে পারেন না। মানুষের সঙ্গে দূরে দূরে থাকাই তাঁর অভ্যাস। এই মেঘেটির পরিচয় লইতে তাঁর খুব ইচ্ছা, কিন্তু স্বাভাবিক বাধা কাটাইয়া উঠিতে পারিতেছিলেন না।

এমন সময়ে গাড়ি একটা বড়ো স্টেশনে আসিয়া থামিল। সেই জেনারেল-সাহেবের একদল অনুসঙ্গী এই স্টেশন হইতে উঠিবার উদ্যোগ করিতেছে। গাড়িতে কোথাও জায়গা নাই।

বারবার আমাদের গাড়ির সামনে দিয়া তারা ঘুরিয়া গেল। মা তো ভয়ে আড়ষ্ট, আমিও মনের মধ্যে শান্তি পাইতেছিলাম না।

গাড়ি ছাড়িবার অল্পকাল-পূর্বে একজন দেশী রেলওয়ে কর্মচারী নাম-লেখা দুইখানা টিকিট গাড়ির দুই বেঁকের শিয়রের কাছে লটকাইয়া দিয়া আমাকে বলিল, “এ গাড়ির এই দুই বেঁক আগে হইতেই দুই সাহেব রিজার্ভ করিয়াছেন, আপনাদিগকে অন্য গাড়িতে যাইতে হইবে।”

আমি তো তাড়াতাড়ি ব্যস্ত হইয়া দাঢ়াইয়া উঠিলাম। মেয়েটি হিন্দিতে বলিল, “না, আমরা গাড়ি ছাড়িব না।”
সে লোকটি রোখ করিয়া বলিল, “না ছাড়িয়া উপায় নাই।”

কিন্তু, মেয়েটির চলিষ্ঠুতার কোনো লক্ষণ না দেখিয়া সে নামিয়া গিয়া ইংরেজ স্টেশন-মাস্টারকে ডাকিয়া আনিল। সে আসিয়া আমাকে বলিল, “আমি দুঃখিত, কিন্তু-”

শুনিয়া আমি ‘কুলি কুলি’ করিয়া ডাক ছাড়িতে লাগিলাম। মেয়েটি উঠিয়া দুই চক্ষে অগ্নিবর্ষণ করিয়া বলিল,
“না, আপনি যাইতে পারিবেন না, যেমন আছেন বসিয়া থাকুন।”

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঢ়াইয়া স্টেশনমাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।” বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঢ়াইয়া স্টেশনমাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।” বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

বলিয়া সে দ্বারের কাছে দাঢ়াইয়া

স্টেশনমাস্টারকে ইংরেজি ভাষায় বলিল, “এ গাড়ি
আগে হইতে রিজার্ভ করা, এ কথা মিথ্যা কথা।”
বলিয়া নাম লেখা টিকিটটি খুলিয়া প্ল্যাটফর্মে
ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল।

ইতিমধ্যে আর্দালি-সমেত ইউনিফর্ম-পরা সাহেব

দ্বারের কাছে আসিয়া দাঢ়াইয়াছে। গাড়িতে সে তার আসবাব উঠাইবার জন্য আর্দালিকে প্রথমে ইশারা করিয়াছিল। তাহার পরে মেয়েটির মুখে তাকাইয়া, তার কথা শুনিয়া, ভাব দেখিয়া, স্টেশন-মাস্টারকে একটু স্পর্শ করিল এবং তাহাকে আড়ালে লইয়া গিয়া কী কথা হইল জানি না। দেখা গেল,

গাড়ি ছাড়িবার সময় অতীত হইলেও আর-একটা

গাড়ি জুড়িয়া তবে ট্রেন ছাড়িল।

মেয়েটি তার দলবল লইয়া আবার একপত্ন চানা-

মুঠ খাইতে শুরু করিল, আর আমি লজ্জায়

জানলার বাহিরে মুখে বাড়াইয়া প্রকৃতির শোভা দেখিতে লাগিলাম।

কানপুরে গাড়ি আসিয়া থামিল। মেয়েটি জিনিসপত্র বাঁধিয়া প্রস্তুত-স্টেশনে একটি হিলুস্থানি চাকর ছুটিয়া আসিয়া ইহাদিগকে নামাইবার উদ্যোগ করিতে লাগিল।

মা তখন আর থাকিতে পারিলেন না। জিজ্ঞাসা করিলেন, “তোমার নাম কী মা।”

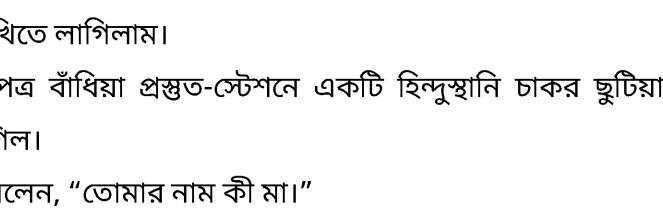
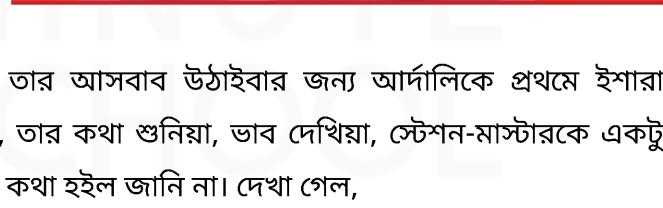
মেয়েটি বলিল, “আমার নাম কল্যাণী।”

শুনিয়া মা এবং আমি দুজনেই চমকিয়া উঠিলাম।

“তোমার বাবা-”

“তিনি এখানকার ডাক্তার, তাঁহার নাম শঙ্খনাথ সেন।”

তার পরেই সবাই নামিয়া গেল।



মামার নিষেধ অমান্য করিয়া, মাতৃ-আজ্ঞা ঠেলিয়া, তার পরে আমি **কানপুরে** আসিয়াছি। কল্যাণীর বাপ এবং কল্যাণীর সঙ্গে দেখা হইয়াছে। হাত জোড় করিয়াছি, মাথা হেঁট করিয়াছি; শঙ্খনাথবাবুর হন্দয় গলিয়াছে। কল্যাণী বলে, “আমি বিবাহ করিব না।”

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, “কেন।”

সে বলিল, “মাতৃ-আজ্ঞা।”

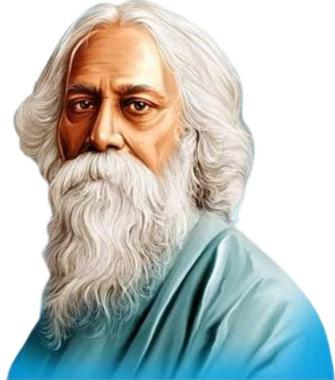
কী সর্বনাশ। এ পক্ষেও মাতুল আছে নাকি।

তার পরে বুঝিলাম, মাতৃভূমি আছে। সেই বিবাহ-ভাঙার পর হইতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করিয়াছে।

কিন্তু, আমি আশা ছাড়িতে পারিলাম না। সেই সুরঁটি যে আমার হন্দয়ের মধ্যে আজও বাজিতেছে—সে যেন কোন ওপারের বাঁশি- আমার সংসারের বাহির হইতে আসিল - সমস্ত সংসারের বাহিরে ডাক দিল। আর, সেই- যে রাত্রির অন্ধকারের মধ্যে আমার কানে আসিয়াছিল “জায়গা আছে”, সে যে আমার চিরজীবনের গানের ধুয়া হইয়া রহিল। তখন আমার বয়স ছিল তেইশ, এখন হইয়াছে সাতাশ। এখনো আশা ছাড়ি নাই, কিন্তু মাতুলকে ছাড়িয়াছি। নিতান্ত এক ছেলে বলিয়া মা আমাকে ছাড়িতে পারেন নাই।

তোমরা মনে করিতেছ, আমি বিবাহের আশা করি? না, কোনো কালেই না। আমার মনে আছে, কেবল সেই এক রাত্রির অজানা কঢ়ের মধুর সুরের আশা-জায়গা আছে। নিশ্চয়ই আছে। নইলে দাঁড়াব কোথায়। তাই বৎসরের পর বৎসর যায় আমি এইখানেই আছি। দেখা হয়, সেই কঠ শুনি, যখন সুবিধা পাই কিছু তার কাজ করিয়া দিই - আর মন বলে, এই তো জায়গা পাইয়াছি। ওগো অপরিচিতা, তোমার পরিচয়ের শেষ হইল না, শেষ হইবে না; কিন্তু ভাগ্য আমার ভালো, এই তো আমি জায়গা পাইয়াছি।

লেখক পরিচিতি

নাম	প্রকৃত নাম: রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। ছদ্মনাম: ভানুসিংহ ঠাকুর।	
জন্ম পরিচয়	জন্ম তারিখ: ৭ মে, ১৮৬১ খ্রিষ্টাব্দ (২৫ বৈশাখ, ১২৬৮ বঙ্গাব্দ) জন্মস্থান: জোড়াসাঁকো, কলকাতা, ভারত।	
বংশ পরিচয়	পিতার নাম: মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। মাতার নাম: সারদা দেবী। পিতামহের নাম: প্রিঙ্গ দ্বারকানাথ ঠাকুর।	
শিক্ষাজীবন	রবীন্দ্রনাথ বাল্যকালে ওরিয়েন্টাল সেমিনারি, নর্মাল স্কুল, বেঙ্গল একাডেমি, সেন্ট জেডিয়ার্স স্কুল প্রভৃতি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়ন করলেও স্কুলের পাঠ শেষ করতে পারেননি। ১৭ বছর বয়সে ব্যারিস্টারি পড়তে ইংল্যান্ড গেলেও কোর্স সম্পন্ন করা সম্ভব হয়নি। তবে গৃহশিক্ষকের কাছ থেকে জ্ঞানার্জনে তাঁর কোনো ক্রটি হয়নি।	
পেশা / কর্মজীবন	১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দ থেকে রবীন্দ্রনাথ তাঁর পিতার আদেশে বিষয়কর্ম পরিদর্শনে নিযুক্ত হন এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দ থেকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জমিদারি দেখাশুনা করেন। এ সূত্রে তিনি কৃষ্ণার শিলাইদহ ও সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুরে দীর্ঘ সময় অবস্থান করেন। তিনি ছিলেন অনন্য চিত্রশিল্পী, অনুসন্ধিৎসু বিশ্বপরিভ্রান্ত, দক্ষ সম্পাদক এবং অসামান্য শিক্ষা-সংগঠক ও চিন্তক। নিজে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাগ্রহণে নিরুৎসাহী হলেও 'বিশ্বভারতী' নামের বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনি স্বাপ্নিক ও প্রতিষ্ঠাতা।	
সাহিত্যকর্ম	<p>কাব্যগ্রন্থ: মানসী, সোনার তরী, চিত্রা, চৈতালি, ক্ষণিকা, নৈবেদ্য, গীতাঞ্জলি, বলাকা, পূরবী, পুনশ্চ, বিচিত্রা, সেঁজুতি, জন্মদিনে, শেষ লেখা প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।</p> <p>উপন্যাস: চোখের বালি, গোরা, ঘরে-বাইরে, চতুরঙ্গ, নৌকাডুবি, যোগাযোগ, রাজৰ্ষি, শেষের কবিতা প্রভৃতি।</p> <p>নাটক: অচলায়তন, চিরকুমার সভা, ডাকঘর, মুকুট, মুক্তির উপায়, মুক্তধারা, রক্তকরবী, রাজা প্রভৃতি।</p> <p>প্রবন্ধগ্রন্থ: বিচিত্র প্রবন্ধ, শিক্ষা, কালান্তর, সভ্যতার সংকট ইত্যাদি।</p> <p>ভ্রমণকাহিনী: জাপানযাত্রী, পথের সঞ্চয়, পারস্য, রাশিয়ার চিঠি, যুরোপ যাত্রীর ডায়েরী, যুরোপ প্রবাসীর পত্র প্রভৃতি।</p>	
পুরস্কার ও সম্মাননা	'গীতাঞ্জলি' এবং অন্যান্য কাব্যের কবিতার সমষ্টিয়ে স্বতন্ত্র সংস্কৃত Song Offerings গ্রন্থের জন্য প্রথম এশীয় হিসেবে, নোবেল পুরস্কার (১৯১৩), কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯১৩), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৩৬), অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ডি-লিট (১৯৪০)।	
জীবনাবসান	৭ আগস্ট, ১৯৪১ খ্রিষ্টাব্দ (২২ শ্রাবণ, ১৩৪৮ বঙ্গাব্দ), জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে।	

পাঠ পরিচিতি

“অপরিচিতা” প্রথম প্রকাশিত হয় প্রথম চৌধুরী সম্পাদিত মাসিক ‘সবুজপত্র’ পত্রিকার ১৩২১ বঙ্গাব্দের (১৯১৪) কার্তিক সংখ্যায়। এটি প্রথম গ্রন্থভুক্ত হয় রবীন্দ্রগল্লের সংকলন ‘গল্পসপ্তক’-এ এবং পরে, ‘গল্পগুচ্ছ’ তৃতীয় খণ্ডে (১৯২৭)। “অপরিচিতা” গল্পে অপরিচিতা বিশেষণের আড়ালে যে বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী নারীর কাহিনি বর্ণিত হয়েছে, তার নাম কল্যাণী। অমানবিক ঘোতুক প্রথার নির্মম বলি হয়েছে এমন নারীদের গল্প ইতঃপূর্বে রচনা করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। কিন্তু এই গল্পেই প্রথম ঘোতুক প্রথার বিরুদ্ধে নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রতিরোধের কথকতা শোনালেন তিনি। এ গল্পে পিতা শঙ্কুনাথ সেন এবং কন্যা কল্যাণীর স্বতন্ত্রবীক্ষ্ণা ও আচরণে সমাজে গেড়ে-বসা ঘৃণ্য ঘোতুক প্রথা প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছে। পিতার বলিষ্ঠ প্রতিরোধ এবং কল্যাণীর দেশচেতনায় ঋদ্ধ ব্যক্তিত্বের জাগরণ ও তার অভিব্যক্তিতে গল্পটি স্বার্থক। “অপরিচিতা” উত্তম পুরুষের জবানিতে লেখা গল্প। গল্পের কথক অনুপম বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকের যুদ্ধসংলগ্ন সময়ের সেই বাঙালি যুবক, যে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর উপাধি অর্জন করেও ব্যক্তিত্বের পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। তাকে দেখলে আজো মনে হয়, সে যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। তারই বিয়ে উপলক্ষ্যে ঘোতুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে শঙ্কুনাথ সেনের কন্যা-সম্পদানে অসম্মতি গল্পটির শীর্ষ মুহূর্ত। অনুপম নিজের গল্প বলতে গিয়ে ব্যঙ্গার্থে জানিয়ে দিয়েছে সেই অঘটন সংঘটনের কথাটি। বিয়ের লগ্ন যখন প্রস্তুত তখন কন্যার লগ্নভূষণ হওয়ার লৌকিকতাকে অগ্রাহ্য করে শঙ্কুনাথ সেনের নির্বিকার অর্থচ বলিষ্ঠ প্রত্যাখ্যান নতুন এক সময়ের আশু আবির্ভাবকেই সংকেতবহ করে তুলেছে। কর্মীর ভূমিকায় বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের জাগরণের মধ্য দিয়ে গল্পের শেষাংশে কল্যাণীর শুচিশুভ্র আত্মপ্রকাশও ভবিষ্যতের নতুন নারীর আগমনীর ইঙ্গিতে পরিসমাপ্ত। ‘অপরিচিতা’ মনস্তাপে ডেঙেপড়া এক ব্যক্তিত্বহীন যুবকের স্বীকারোক্তির গল্প, তার পাপস্থালনের অকপট কথামালা। অনুপমের আত্মবিবৃতির সূত্র ধরেই গল্পের নারী কল্যাণী অসামান্য হয়ে উঠেছে। গল্পটিতে পুরুষতন্ত্রের অমানবিকতার স্ফুরণ যেমনঘটেছে, তেমনি একই সঙ্গে পুরুষের ভাষ্যে নারীর প্রশংসিত কীর্তিত হয়েছে।

পাঠ্যপুস্তকের প্রশ্ন

ବ୍ୟାକିନୀ

১। অনুপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

- (ক) ডাক্তারি (খ) ওকালতি (গ) মাস্টারি (ঘ) ব্যবসা উত্তর: খ

২। মামাকে ভাগ্য দেবতার প্রধান এজেন্ট বলার কারণ, তার-

৩। দীপুর চাচার সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

- (ক) হরিশের (খ) মামার (গ) শিক্ষকের (ঘ) বিনুর উত্তর: খ

ব্যাখ্যা: অনুপমের পিতার মৃত্যুর পর তার মামাই তাদের পরিবারের দায়িত্ব নেন। পরিবারে তার প্রভাবের কথা বোঝাতেই অনুপম মামাকে 'ভাগ্যদেবতার প্রধান এজেন্ট' বলে।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তর দাও।

পিতৃহীন দীপুর চাচাই ছিলেন পরিবারের কর্তা। দীপু শিক্ষিত হলেও তার সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষমতা ছিল না। চাচা তার বিয়ের উদ্যোগ নিলেও ঘোরুক নিয়ে বাড়াবাড়ি করার কারণে কন্যার পিতা অপমানিত বোধ করে বিয়ের আলোচনা ভেঙে দেন। দীপু মেয়েটির ছবি দেখে মুঝ হলেও তার চাচাকে কিছুই বলতে পারেননি।

৩। দীপুর চাচার সঙ্গে ‘অপরিচিতা’ গল্পের কোন চরিত্রের মিল আছে?

ব্যাখ্যা: দীপুর চাচা ও ‘অপরিচিতা’ গল্পের অনুপমের মামার লোভ সীমাহীন। তারা উভয়েই ঘোতুকলোভী। এই লোভী মানসিকতার দিক দিয়ে তাদের মধ্যে মিল রয়েছে।

৪। উক্ত চরিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে-

- i. দৌরাত্ম্য
 - ii. হীনম্বন্ধত
 - iii. লোভ

নিচের কোনটি ঠিক?

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন- ১: মা মরা ছোট মেয়ে লাবনি আজ শুশুরবাড়ি যাবে। সুখে থাকবে এই আশায় দরিদ্র কৃষক লতিফ মিয়া আবাদের সামান্য জমিটুকু বন্ধক রেখে পণের টাকা ঘোড়া করলেন। কিন্তু তাতেও কিছু টাকার ঘাটতি রয়ে গেল। এদিকে বর পারভেজের বাবা হারুন মিয়ার এক কথা সম্পূর্ণ টাকা না পেলে তিনি ছেলেকে নিয়ে চলে যাবেন। বিষয়টি পারভেজের কানে গেলে সে বাপকে সাফ জানিয়ে দেয়, 'সে দরদাম বা কেনাবেচার পণ্য নয়। সে একজন মানুষকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। ফিরতে হলে লাবনিকে সঙ্গে নিয়েই বাড়ি ফিরবে।'

ক. শন্তুনাথ সেকরার হাতে কী পরখ করতে দিয়েছিলেন?

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহের আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

গ. অনুপম ও পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য ব্যাখ্যা কর।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়- মন্তব্যটির যাথার্থতা নিরূপণ কর।

সমাধান:

ক. শন্তুনাথ সেকরার হাতে একজোড়া এয়ারিং পরখ করতে দিয়েছিলেন।

খ. 'বাংলাদেশের মধ্যে আমিই একমাত্র পুরুষ যাহাকে কন্যার বাপ বিবাহ আসর হইতে নিজে ফিরাইয়া দিয়াছে' বলতে অনুপমের আক্ষেপ ও অসহায়তাকে বোঝানো হয়েছে।

বাংলাদেশে বিয়েতে প্রায়শই দেখা যায় যে, প্রতিশ্রুত ও প্রদত্ত ঘোতুকের অসংগতির কারণে বরের বাবা বিয়েতে অসম্মতি জানায়। কিন্তু অনুপমের ক্ষেত্রে এর বিপরীত ঘটনা ঘটেছে। তার মামার ঘোতুক গ্রহণের প্রবণতা, লোভ এবং হীন মানসিকতার পরিচয় পেয়ে শন্তুনাথ সেন মেয়ের আশীর্বাদের এয়ারিং ফিরিয়ে দেন এবং বিয়ে ভেঙে দেন। এতে অনুপমের মনে হয়েছে শন্তুনাথ বাবু যেন বর অনুপমকেই বিয়ের আসর থেকে ফিরিয়ে দিয়েছেন যা বাংলাদেশে বিরল ঘটনা।

গ. অপরিচিতা' গল্পের অনুপম ও উদ্দীপকের পারভেজের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের বৈপরীত্য দেখা যায়।

অনেক যুবক আছে যারা উচ্চশিক্ষিত হলেও তাদের মানস সুগঠিত নয়। তারা নিজেদের সিদ্ধান্ত নিজেরা নিতে পারে না। পরিবারতন্ত্রের চাপে সিদ্ধান্তের জন্য পরিবারের কর্তব্যক্রিদের ওপর নির্ভর করতে হয়। তাই বিয়ের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ক্ষেত্রেও তারা পরিবারের পছন্দ-অপছন্দের ওপর নির্ভর করে।

উদ্দীপকের পারভেজ স্পষ্টবাদী ও ব্যক্তিস্বান। সে নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নিতে পারে। এ কারণেই সে ঘোতুকলোভী বাবার কথার বাইরে গিয়ে বিয়ের কথা বলেছে। সে কোনো দরদাম বা বেচাকেনার পণ্য নয়। সে একজনকে জীবনসঙ্গী করতে এসেছে, অপমান করতে নয়। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমও শিক্ষিত, মার্জিত।

কিন্তু স্পষ্ট কথা বলার মতো সাহস তার নেই। নিজের সিদ্ধান্ত সে নিজে নিতে পারে না। সেকরা দিয়ে গহনা যাচাই যে কনেপক্ষের অপমান তা অনুপম বুঝতে পারে না। এতে তার ব্যক্তিগতিতার চরম প্রকাশ লক্ষ করা যায়। এসব দিক বিচারে বলা যায় যে, উদ্দীপকের পারভেজ এবং গল্লের অনুপম পরম্পরারের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বৈসাদৃশ্যপূর্ণ।

ঘ. অনুপমের মামা ও হারুন মিয়ার মতো মানুষের কারণে আজও কল্যাণী ও লাবনিরা অপমানের শিকার হয়-মন্তব্যটি যথার্থ।

যৌতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। বর্তমানে এটি আমাদের সমাজে ভয়াল রূপ ধারণ করেছে। বরপক্ষের দাবি পূরণ করতে কন্যার পিতাকে কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। বিয়েতে যারা যৌতুক দাবি করে তারা আত্মসম্মানবোধহীন ও অমানবিক।

উদ্দীপকে যৌতুকলোভী ব্যক্তি হারুন মিয়া। তার অন্যায় আবদারের কারণে কন্যাদায়গ্রস্ত পিতা লতিফ মিয়া নিজের সামান্য আবাদি জমি বন্ধক রেখে পণের টাকা জোগাড় করেছেন। পণের সামান্য টাকা বাকি থাকায় হারুন মিয়া বিয়ে ভেঙে দিতে চান। উদ্দীপকের হারুন মিয়ার মতো গল্লের অনুপমের মামাও যৌতুকলোভী। তাদের দুজনের মানসিকতার কারণে কল্যাণী ও লাবনি অপমানের শিকার হয়।

'অপরিচিতা' গল্লে অনুপমের মামা বিয়েতে নগদ টাকা ও গহনা পণ হিসেবে দাবি করেন। পিতা শঙ্খনাথ সেন এতে সম্মত হন। বিয়ের অনুষ্ঠানের কিছুক্ষণ আগে অনুপমের মামা কন্যার বাবাকে তার মেয়ের গা থেকে গহনাগুলো খুলে আনতে বলেন সেকরা দিয়ে সেগুলো যাচাই করে দেখার জন্য। অনুপমের মামার এ ধরনের আচরণ ও কথাবার্তায় তার হীনতা, লোড ও অমানবিকতা প্রকাশ পায়। উদ্দীপকের হারুন মিয়াও যৌতুকের সম্পূর্ণ টাকা ছাড়া ছেলেকে বিয়ে করাবেন না বলে জানিয়ে দেন। এরা দুজনেই লোডের কারণে দুজন নারীকে অপমান করে। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশংসনোক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

Q বিগত বছরের প্রশ্ন

বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্ন

১। "সে নিজের চারদিকের সকলের চেয়ে অধিক- রজনীগন্ধার শুভ মঙ্গরির মতো সরল বৃষ্টিটির উপরে দাঢ়াইয়া, যে গাছে ফুটিয়াছে সেই গাছকে সে একেবারে অতিক্রম করিয়া উঠিয়াছে"- কে? [ঢা. বো. '২২]

- (ক) ফিলাসী (খ) আল্জেনো (গ) জমিলা (ঘ) কল্যাণী উত্তর: ঘ

২। 'অপরিচিতা' গল্পের শীর্ষ-মুহূর্ত (গ্রন্থিবন্ধন) কোনটি? [ঢাঃ বো. '২২]

- (ক) শভুনাথ সেনের কন্যা সম্পদানে অসমতির ক্ষণ
(খ) ট্রেনে কল্যাণীর সাক্ষাৎলাভ মুহূর্ত
(গ) সেকরা কর্তৃক গহনা পরীক্ষার মুহূর্ত
(ঘ) গায়ে-হলদ মহূর্ত

३। "ये गाछे से फुटियाछे सेहि गाछके से एकेबारे अतिक्रम करिया उठियाछे।"- एই वर्णनाय कल्याणीर कोन विशेष दिकेर कथा बला हय्येचे? [रा. बो. '२२]

- (ক) সাজসজ্জা (খ) মার্জিত সরুচি (গ) সৌন্দর্য (ঘ) উদাসীনতা উত্তর: খ

৪। 'অপরিচিতা' গল্পে গল্প বলায় পটু কে? [রা. বো. '২২]

৫। 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার গহনা মাপার মধ্য দিয়ে মামার কোন মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে?
[ঝ. বো. '২২]

୬। 'ଅପରିଚିତ' ଗଲ୍ଲେ ରେଲକର୍ମଚାରୀ କତଟି ଟିକିଟ ବେଳେ ବୁଲିଯେଛିଲ? [ୟ. ବୋ. '୨୨]

୭. 'ଅପରିଚିତ' ଗଲ୍ଲେ 'କଳ୍ୟାଣୀ' ବିଯେତେ କୋନ ରଙ୍ଗେ ଶାଢି ପରେଛେ ବଲେ ଅନପମ କଲ୍ପନା କରେ? [କ୍ର. ବୋ. '୨୨']

৮। 'অপরিচিত' গল্পে কল্যাণীর বিষে না করার সিদ্ধান্তের কারণ কী ছিল? [চ.বো.' ২২]

- (ক) লোকলজ্জা (খ) পিত আদেশ (গ) আভ্যন্তর্যাদা (ঘ) অপবাদ উত্তর: গ

৭। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই'- এই উক্তিটিতে কী প্রকাশ পেয়েছে? [চ. বো. '২২]

১০। 'অপরিচিতা' গল্পের কথকের নাম কী? [ব. বো. '২২]

୧୧। କେ ଅନପମକେ ଶିମଳ ଫଲେର ସାଥେ ତଳନା କରନ୍ତେ? [ଦି. ବୋ. '୨୨]

১২। অনপমের মামাৰ সাথে কৱে সেকৱা নিয়ে যাওয়াৰ কাৰণ- [দি. ৰো. '৩৩]

- (ক) মাঝের অনুরোধ (খ) লোকবল বন্ধি (গ) বন্ধুত্বের খাতির (ঘ) বিশ্বাসের অভাব উত্তর: ঘ

১৩। 'তবে চলন আপনাদের গাড়ি বলিয়া দিই' - উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শঙ্খনাথ বাবুর- [ম. বো. '২২]

১৪। কল্যাণীকে বিয়ে না দেওয়ার কারণ কী? [ম. বো. '২২]

- (ক) অভিমান (খ) আত্মসম্মানবোধ (গ) অহংকার (ঘ) রাগ উত্তর: খ

୧୫। "ତିନି କୋଣୋମତେଇ କାରୋ କାହେ ଠକିବେନ ନା"- 'ତିନି' ବଲତେ 'ଅପରିଚିତା' ଗଲ୍ଲେ କାକେ ବୋଝାନୋ ହେଁଛେ?

[ଟା. ବୋ. ୧୯]

১৬। আসর জমাতে অদ্বিতীয় কে? [রা. বো. '১৯; চ. বো. '১৭]

- (ক) অন্পম (খ) কল্যাণী (গ) বিনদাদা (ঘ) হরিশ উত্তর: ঘ

১৭। শ্বশুরের সামনে অনুপমের মাথা হেঁট করে রাখার কারণ কী? [ক, বো. '১১]

- (ক) শুণ্ডের ব্যবহারে (খ) লজ্জায়

- ১৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত খিলাদী জন্মগ্রহণ করেন? [চ. যো. '২২]

- ୧୯। ବ୍ରଜିଲ୍ଲନାଥ ଶୀକର କତ ଖିଣ୍ଡାରେ ମତ୍ତାବରଣ କରେନ? [ଶି. ବ୍ରା. '୧୯']

- ১০। কলিকাতার বাহিবে বাকি যে পঞ্চবিংশ আছে সমস্টাকেই মামা আলুমান দ্বিপের অঙ্গর্গত বলিষ্ঠা

জানেন।"- 'অপরিচিতা' গল্পের এ উক্তিতে মামার চরিত্রের যে বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তা হলো- [দি. বো. '১৯]

Digitized by srujanika@gmail.com

२८. नवाबगार तालुक ४०. गोदा नांदेश्वर तालुक ३०. काळीनगर तालुक ३१. वडोदरा. [३०.३१, ३१]

- (+) 8800 (-) 8800 (+) 8800 (-) 8800 8800

ব্যাখ্যা: রবিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৯১৩ সালে 'গাতাঞ্জলি' কাব্যগ্রন্থের জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

২২। কোন ঘটনায় অনুপমের মন 'পুলকের আবেশ' ভরে গিয়েছিল? [ঝ. বো. '১৭]

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| (ক) বিনুদা কর্তৃক মেয়ে পছন্দ হওয়া | (খ) বিবাহের দিন-ম্ঝন ধার্য হওয়া |
| (গ) বিবাহ না করতে কল্যাণীর পথ | (ঘ) গাড়িতে কল্যাণীর সাথে সাক্ষাৎ |

ব্যাখ্যা: কারণ অনুপম মনে করে কল্যাণী তাকে আজও মনে রেখেছে, তাই বিয়ে না করতে পথ করেছে।

২৩। "আমাৰ কন্যাৰ গহনা আমি চৰি কৱিব এ কথা ঘাৰা মনে কৱে তাদেৰ হাতে আমি কন্যা দিতে পাৰিব না।"-

উক্তিটিতে প্রকাশ পেয়েছে শন্তনাথ বাবুর- [ঢা.বো.' ১৬]

- (ক) ক্ষেত্র (খ) অভিমান (গ) একঙ্গের প্রয়োগ (ঘ) আত্মর্যাদাবোধ উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: উক্তিটির মাধ্যমে শঙ্কুনাথ সেন অনুপমের মামার হীনতা ও নীচ মানসিকতার প্রতি কটাক্ষ করেছেন।

২৪। 'জড়িমা' শব্দের অর্থ কী? [রা.বো.' ১৬]

- (ক) জড়িয়ে থাকা (খ) আড়ষ্টি (গ) চাকচিক্য (ঘ) জংধরা উত্তর: খ

২৫। কোন ঘটনাকে 'অপরিচিতা' গল্লের শীর্ষমুহূর্ত বলা যায়? [ঘ. বো. '১৬]

- (ক) রেলগাড়িতে কল্যাণীর সাথে অনুপমের সাক্ষাৎ
 (খ) কল্যাণী কর্তৃক বিবাহ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
 (গ) শঙ্কুনাথ কর্তৃক কন্যা-সম্প্রদানে অসম্মতি
 (ঘ) অনুপমের মহাসমারোহে বিবাহ যাত্রা

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: সব আয়োজন পেষে শঙ্কুনাথ সেন অনুপমের মামার হীন মানসিকতা দেখে যখন কন্যা দান করতে অসম্মত হন তখন গল্লের কাহিনি অন্যদিকে মোড় নেয়। এ মুহূর্ত হলো গল্লের শীর্ষ মুহূর্ত।

২৬। 'অপরিচিতা' গল্লের কল্যাণীর বিয়ে না করার কারণ কী ছিল? [চ. বো. '১৬]

- (ক) লোকসজ্জা (খ) অপবাদ (গ) পিতার আদেশ (ঘ) আত্মর্মাদা উত্তর: ঘ

ব্যাখ্যা: বিয়ের আসরে বসা কন্যার গা থেকে গহনা খুলে এনে সেকরাকে দিয়ে পরীক্ষা করালে এবং ফর্দ টুকে রাখলে তা শঙ্কুনাথ সেনের আত্মর্মাদায় আঘাত লাগে।

২৭। 'অপরিচিতা' গল্লে কল্যাণীকে আশীর্বাদ করতে যায়- [সি.বো.' ১৬]

- (ক) হরিপ (খ) মামা (গ) বিনু (ঘ) ম্যা উত্তর: গ

২৮। 'অপরিচিতা' গল্লে 'মেয়ের বিয়ে হইবে না এ ভয় যার মনে নাই তার শাস্তির উপায় কী' উক্তিতে প্রকাশ পেয়েছে- [ব.বো.' ১৬]

- (ক) আগামী সময়ের ইঙ্গিত (খ) পরিবর্তিত সমাজব্যবস্থা
 (গ) শঙ্কুনাথ বাবুর সাহসিকতা (ঘ) শঙ্কুনাথ বাবুর নির্বিকারত্ব

উত্তর: গ

ব্যাখ্যা: মেয়ের বিয়ে নিয়ে শঙ্কুনাথ সেনের কোনো চিন্তা নেই। তার কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো আত্মর্মাদা। তাই সাহসিকতার সাথে তিনি মেয়ের বিয়ে ভেঙে দেন।

২৯। 'গজানন' এর সঠিক ব্যাসবাক্য কোনটি? [দি. বো. '১৬]

- (ক) গজ ও আনন (খ) গজের আনন
 (গ) গজ আনন যার (ঘ) যে গজ সে আনন

উত্তর: গ

৩০। 'আমার মতো অক্ষম দুনিয়ায় নাই'- অনুপমের এই উক্তির মধ্য দিয়ে কী প্রকাশ পেয়েছে?

[ପ୍ର. ବୋ.୨୨]

- i. অনুশোচনা
 - ii. অসহায়ত্ব
 - iii. ক্ষেভ

নিচের কোনটি সঠিক?

৩১। 'অপরিচিতা' গল্পে শম্ভুনাথ চরিত্রের জন্য প্রয়োজ্য- [ক. বো. '১৬]

- i. চুল কাঁচা, গেঁফ পাকা, সুপুরুষ
 - ii. চুপচাপ, চুল কাঁচা, ভাষা আঁট
 - iii. সুপুরুষ, চুপচাপ, চুল পাকা

নিচের কোনটি সঠিক?

উদ্দীপকটি পড়ে ৩২ ও ৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:

শাকিল সাহেব শিক্ষিত মানুষ। তার আত্মসম্মানবোধ প্রখর। মেয়ে শিরিনের বিয়েতে নিজের অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাধ্যানুসারে বরপক্ষের ঘোড়ুকের দাবি পূরণ করতে রাজি হন। কিন্তু উচ্চশিক্ষিত শিরিন ঘোড়ুকে অসম্মতি জানিয়ে এ বিয়ে প্রত্যাখ্যান করে। [সি. বো. '২২]

৩২। উদ্দীপকের শাকিল সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কার সাথে তুলনীয়?

- (ক) অনপমের মামা (খ) অনপমের মা (গ) শঙ্খনাথ বাবু (ঘ) হরিশ উত্তর: গ

৩৩। শিরিনের সাথে কল্যাণীর মিল কোথায়?

- i. উভয়ই শিক্ষিত
 - ii., উভয়ই শিক্ষিত
 - iii. বাবার আজ্ঞাবাহী

নিচের কোনটি সঠিক?

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৪ ও ৩৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

স্বাতী সুশিক্ষিত ও আত্মনিরশীল নারী। বিয়ের পর শ্বশুর ও শাশুড়ির চাপে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। শ্বশুর-শাশুড়ির ধারণা চাকরিজীবী বউ অহংকারী হয়। তারা সংসারের প্রতি দায়িত্বশীল নয়। [ঘ. বো. ১৯]

৩৪। 'অপরিচিতা' গল্লের সঙ্গে উদ্দীপকের স্বাতীর বৈসাদৃশ্য কোথায়?

৩৫। উদ্দীপকের শ্বশুর-শাশুড়ির মানসিকতার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন উক্তিটির মিল রয়েছে?

(ক) আমাদের ঘরে যে মেয়ে আসিবে সে মাথা হেঁট করিয়াই আসিবে

(খ) বেহাই সম্প্রদায়ের আর ঘাই থাক তেজ থাকাটা দোষের

(গ) অপর পক্ষকে যে নাকাল হইতে হইবে, সেই কথা স্মরণ করিয়া মামার সঙ্গে মা একযোগে বিস্তর হাসিলেন

(ঘ) ঠাট্টার সম্পর্ককে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই

উত্তর: ক

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৬ ও ৩৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

শাওনের বিয়ে চূড়ান্ত হয় অন্যার সাথে। ঘোরুকের দাবি পূরণ না হওয়ায় মোতালেব সাহেব ছেলের বিয়ে ভেঙে দিতে চান। বাবার অন্যায় আবদার শাওন মানতে নারাজ। সে যুক্তি দিয়ে বাবাকে বুঝিয়ে ঘোরুক না নিয়েই অন্যাকে বিয়ে করে। [ব. বো. '১৯]

৩৬। মোতালেব সাহেব 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের ইঙ্গিতবহ?

(ক) হরিশ	(খ) বিনুদা	(গ) মামা	(ঘ) শঙ্খনাথ	উত্তর: গ
----------	------------	----------	-------------	----------

৩৭। শাওনের কোন কোন বৈশিষ্ট্য অনুপমের মধ্যে থাকলে অনুপমের বিয়েটা টিকে যেত?

i. সাহসিকতা

ii. ব্যক্তিগত

iii. গভীর ভালোবাসা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii	(খ) i, iii	(গ) ii, iii	(ঘ) i, ii, iii	উত্তর: ক
-----------	------------	-------------	----------------	----------

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৩৮ ও ৩৯ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

আদিব ও শাফিক দুই বন্ধু। আবিদ অহংকারী, নিজীব, পৌরুষশূন্য। অন্যদিকে শাফিক উচ্ছল, রসিক। শাফিক যেকোনো পরিবেশে দ্রুত নিজেকে মানিয়ে নেয়। সে হয়ে ওঠে আলোচনার মধ্যমণি। [সকল বোর্ড
২০১৮]

৩৮। উদ্দীপকের শাফিক 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের প্রতিনিধি?

(ক) অনুপম	(খ) হরিশ	(গ) বিনু	(ঘ) শঙ্খনাথ	উত্তর: খ
-----------	----------	----------	-------------	----------

৩৯। কোন কারণে উদ্দীপকের আদিব ও 'অপরাজিতা' গল্পের অনুপম সাদৃশ্যপূর্ণ?

i. অহমিকায়

ii. নিষ্পত্তিতায়

iii. মেরুদণ্ডহীনতা

নিচের কোনটি সঠিক?

(ক) i, ii	(খ) i, iii	(গ) ii, iii	(ঘ) i, ii, iii	উত্তর: গ
-----------	------------	-------------	----------------	----------

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাবার মোটা টাকার ঘোরুকের দাবির কারণে সবুজের বিয়ে ভেঙে যেতে বসল। পিতার অনুগত সন্তান হওয়া সত্ত্বেও সবুজ শেষ পর্যন্ত বিনা ঘোরুকে রঞ্চীকে বিয়ে করে আনল। [ঢ. বো. '১৭]

৪০। উদ্দীপকের সবুজের বাবার আচরণ 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রকে স্মরণ করায়?

(ক) মা	(খ) মামা	(গ) শঙ্খনাথ	(ঘ) উকিল	উত্তর: খ
--------	----------	-------------	----------	----------

ব্যাখ্যা: সবুজের বাবার সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের মামার সাদৃশ্যের কারণ তাদের লোভী মানসিকতা।

৪১। উদ্দীপকের সবুজের কোন বৈশিষ্ট্য 'অপরিচিতা' গল্লের অনুপমের চরিত্রে থাকলে বিয়ে ভাঙ্গত না?

ব্যাখ্যা: সবুজ বাবার অন্যায়ের প্রতিবাদ করে রথীকে বিয়ে করলেও সাহসের অভাবে অনুপম মামার মতের বিরুদ্ধে যেতে পারেনি।

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪২ ও ৪৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

একদল শ্রমজীবী নারী-পুরুষ লঞ্চে করে গ্রামে ঘাসছিল ঈদের ছুটিতে। বিত্তবান মোহিত সাহেব স্ত্রী-সন্তান এবং আত্মীয়-পরিজন নিয়ে লঞ্চে উঠলে লঞ্চকর্মীরা শ্রমজীবীদের সিটগুলো ছেড়ে দিতে বলে। অনেকেই ছেড়ে দিলেও প্রতিবাদ জানিয়ে নিজের সিটে দৃঢ়ভাবে বসে থাকে গৃহকর্মী হালিমা। [কু. বো. '১৭]

৪২। উদ্দীপকের হালিমা 'অপরিচিতা' গল্পের কাকে প্রতিনিধিত্ব করে?

ব্যাখ্যা: কারণ কল্যাণীও স্টেশন মাস্টারের কথার প্রতিবাদ করে। স্টেশন মাস্টার তাকে অন্য গাড়িতে যেতে বললেও সে যায় না।

৪৩। উদ্দীপকে উঠে আসা 'অপরিচিত' গল্লের প্রসঙ্গ হলো- [ক্ৰ. বো. '১৭]

i. প্রতিবাদ

ii. ଶ୍ରେଣିବୈଷମ୍ୟ

iii. ধর্মীয় উৎসব যাত্রা

নিচের কোনটি সঠিক?

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৪ ও ৪৫ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

বাংলাদেশের অনেক পরিবার ঘৌতুকের জন্য পুত্রবধুকে নির্যাতন করে। এমনই নির্যাতনের শিকার মমতা মমতা তার স্বামী ও স্বামীর পরিবারের সকলকে বোঝানোর চেষ্টা করে কিন্তু স্বামীর পরিবারের লোকজন তো দূরের কথা তার স্বামীই কিছু বুঝতে চায় না। তাই মমতা বাধ্য হয়ে স্বামী-সংসার ত্যাগ করে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে চাকরি গ্রহণ করে। [সি. বো. '১৭]

৪৪। উদ্দীপকের মমতা তোমার পঠিত কোন চরিত্রের প্রতিনিধিত্ব করে?

৪৫। প্রতিনিধিত্বের কারণ-

i. প্রতিবাদী মানসিকতা

ii. পেশাগত জীবন

iii. বৈবাহিক অবস্থা

নিচের কোনটি সঠিক?

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ৪৬ ও ৪৭ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও:

ରାମସୁଲ୍ତର ବାବୁ ବନେଦି ଘର ପେଯେ ମେଯେ ବିଯେ ଦିତେ ଉଦ୍‌ଯତ ହୟ । ଏକ୍ଷେତ୍ରେ ସେ ବରପକ୍ଷ ଥେକେ ଦାବିକୃତ ଦେନା-ପାଓନା ଚୁକିଯେ ଦିଯେ ମହା ସାଡ଼ସ୍ଵରେ ମେଯେର ବିଯେ ସମ୍ପଳ କରଇ । [ଦି. ବୋ. '୧୭]

৪৬। উদ্দীপকের রামসূলুর বাবুর সাথে 'অপরিচিতা' গল্পের কোন চরিত্রের বৈসাদৃশ্য রয়েছে?

ব্যাখ্যা: কারণ রামসুন্দর বাবু সানন্দে ঘোতুক দিয়েছে, কিন্তু শঙ্খনাথ বাবু ঘোতুক। নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ির কারণে বিয়ে ভেঙে দিয়েছেন।

৪৭। উদ্দীপকে ও 'অপরিচিতা' গল্লে ফটে উঠেছে-

- i. কুসংস্কার
 - ii. ঘোতুকপ্রথা

ବିଷେ କୋଣଟି ସମ୍ଭିତ?

- (ক) i (খ) ii (গ) iii (ঘ) i ii iii উত্তর: গ

ମିଥ୍ୟର ଉଦ୍‌ଦୀପକାଳୀ ପଦେ ୪୯ ଓ ୫୧ ମସିର ପଞ୍ଚେବ ଉତ୍ସର ଦାଓ:

আমি তোমার সামনে আবা

ନା. ପ୍ରେମେ ଲୁ

କ୍ରୋବେଚା ଚଲଛେ ଦୋମ

ওঁৰো তমি শাকসবজি

ଆଲ୍ ପଟ୍ଟଳ ଖାସୀର ମାଂସ [ରା. ବୋ. '୧୬]

- ৪৮। উদ্দীপকের ভাবের সাথে নিচের কোন গল্পের মিল রয়েছে?

- ৪৯। উদ্দীপকে বর্ণিত অবমূল্যায়নের শিকার হয়েছে কোন চরিত্র?

বিশ্ববিদ্যালয় ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্ন

১। ছেলেবেলায় অনুপমের চেহারা নিয়ে বিদ্রূপ করার সময় পশ্চিমশায় কোন দুটি ফুল ও ফলের সঙ্গে তুলনা করেছিলেন? [জা.বি. D ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) বকুল ও ডুমুর (খ) পলাশ ও আমড়া (গ) পারুল ও লটকন (ঘ) শিমুল ও মাকাল উত্তর: ঘ

২। 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম সম্পর্কে নিচের কোন বর্ণনাটি ঠিক নয়? [জা.বি. F ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) তামাক খায় না (খ) অন্তঃপুরের শাসনে চালিত হতে প্রস্তুত
(গ) নিজস্ব মতামত দিতে অক্ষম (ঘ) বিবাহ আসরে আহার করেছে উত্তর: ঘ

৩। 'অপরিচিতা' গল্পে একজোড়া এয়ারিং সম্বন্ধে সেকরার মন্তব্য - [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) ইহা নিশ্চিত নিখাত (খ) ইহা বিলাতি মাল
(গ) হাল ফ্যাশনের সূক্ষ্ম গহনা (ঘ) পিতামহীদের আমলের গহনা উত্তর: খ

৪। কোনটি রবীন্দ্রনাথের নাটক নয়? [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) অচলায়তন (খ) রাজা-রাণী (গ) মুক্তধারা (ঘ) রক্তকরবী উত্তর: খ

৫। রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্প রচনার স্বর্ণযুগ [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) সিরাজগঞ্জের শাহজাদপুর (খ) কুষ্টিয়ার শিলাইদহ
(গ) শান্তিনিকেত (ঘ) খুলনার দক্ষিণভিত্তি উত্তর: খ

৬। 'অপরিচিতা' গল্পে বিয়েবাড়ি যাত্রাকালে নিচের কোন ঘন্টাটি ব্যবহৃত হয়নি?

[জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) বেহালা (খ) ব্যান্ড (গ) বাঁশি (ঘ) শখের কল্পর্ত উত্তর: ক

৭। 'অপরিচিতা' গল্পে কথকের বাবার পেশা কী ছিল? [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) ওকালতি (খ) জমিদারি (গ) ডাঙ্গারি (ঘ) তেজারতি উত্তর: ক

৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর রচিত সর্বশেষ গল্পের নাম [জা.বি. F ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) মুসলমানীর গল্প (খ) মুসলমানের গল্প (গ) মুসলমানির গল্প (ঘ) মুসলিমের গল্প উত্তর: ক

৯। গাড়ি লোহার _____ তাল দিতে দিতে চলিল: আমি মনের মধ্যে _____ শুনিতে শুনিতে চলিলাম। শূন্যস্থানে কী হবে? [জা.বি. C ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) চাকার, ঘর্ঘর (খ) ছল্দে, কবিতা (গ) শব্দে, কঠস্বর (ঘ) মৃদঙ্গে, গান উত্তর: ঘ

১০। 'রসনচৌকি' হলো [ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ও ইউনিট ২০১৯-২০]

- (ক) সানাই, ঢোল ও কাঁসার সৃষ্টি ঐকতানবাদন
(খ) সানাই, ঢোল ও বাঁশির সৃষ্টি ঐকতানবাদন
(গ) তবলা, ঢোল ও কাঁসার সৃষ্টি ঐকতানবাদন
(ঘ) হারমোনিয়াম, ঢোল ও কাঁসার সৃষ্টি ঐকতানবাদন উত্তর: ক

১১। 'অপরিচিতা' গল্পে হরিশের কোন গুণের বর্ণনা আছে? [জা.বি. F ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) আসর জমানো (খ) ভাষাটা অত্যন্ত আঁট (গ) ঘটকালি (ঘ) বিদ্যা অর্জন উত্তর: ক

১২। 'আমি অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট্ট ভাইটি কোন রচনার অংশ?' [চ.বি. B ইউনিট ১৯-২০]

(ক) নেকলেস (খ) চাষার দুক্ষুর (গ) অপরিচিতা (ঘ) আমার পথ উত্তর: গ

১৩। 'অপরিচিতা' গল্পের নায়কের নাম কী ছিল? [চ.বি. D ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) হরিশ (খ) বিনু (গ) অনুপম (ঘ) শঙ্খনাথ উত্তর: গ

১৪। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনা কোনটি? [চ.বি. D ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) কালান্তর (খ) প্রবন্ধ সংগ্রহ (গ) পাঞ্জবনের সখা (ঘ) একদা উত্তর: ক

১৫। বিনুদার ভাষাটা অত্যন্ত _____। শুন্যস্থানে কোনটি বসবে? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) প্রাণবন্ত (খ) জটিল (গ) আঁট (ঘ) আঁটসাঁট উত্তর: গ

১৬। কোর্নগরের অবস্থান কোথায়? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় A ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) কলকাতার নিকটে (খ) বাঁকুড়ায় (গ) হৃগলিতে (ঘ) বিহারের কাছে উত্তর: ক

১৭। অপরিচিতা গল্পটি কার জবানীতে লেখা? [বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় ৪ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) অনুপমের (খ) শঙ্খনাথের (গ) হরিশের (ঘ) বিনুদাদার উত্তর: ক

১৮। 'অপরিচিতা' কার দৃষ্টিকোণে লেখা গল্প- [জা.বি. D ইউনিট ১৬-১৭]

(ক) মধ্যম পুরুষের (খ) উত্তম পুরুষের (গ) ভাববাচ্যে (ঘ) কর্তৃবাচ্য উত্তর: খ

১৯। 'অপরিচিতা' গল্পে 'অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট্ট ভাই' বাক্যাংশ ব্যবহৃত হয়েছে? [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) নিলার্থে (খ) ব্যঙ্গার্থে (গ) আনন্দার্থে (ঘ) অবজ্ঞার্থে উত্তর: খ

২০। 'ঘরে-বাইরে' গ্রন্থের রচয়িতা- [শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিবিশ্ববিদ্যালয় এ ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (খ) বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

(গ) কাজী নজরুল ইসলাম (ঘ) বিডুতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উত্তর: খ

২১। নিচের কোনটি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস? [বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় F ইউনিট ২০১৯-২০]

(ক) বলাকা (খ) বসন্ত (গ) মালঞ্চ (ঘ) শেষলেখা উত্তর: গ

২২। রবীন্দ্রনাথের গল্পে ছেলেবেলায় অনুপম পঙ্গিতমশাইয়ের বিদ্রপের পাত্র হয়েছিলেন কেন?

[গার্হস্থ অর্থনীতি কলেজ ২০১৯-২০, ২০১৭-১৮, চা.বি. D ইউনিট ২০১৬-১৭]

(ক) শরীর কালো ছিল বলে (খ) বোকা ছিল বলে

(গ) সুন্দর চেহারার জন্য (ঘ) পড়া বলতে না পারায় উত্তর: গ

২৩। কল্যাণীর পিতার নাম কি? [রা.বি. A ২০১৬-১৭]

(ক) হরিশচন্দ্র সেন (খ) জগন্নাথ সেন (গ) অনুপম সেন (ঘ) শঙ্খনাথ সেন উত্তর: ঘ

২৪। অপরিচিতা গল্লে অনুপমের বন্ধু কে? [ঢাঃবি. সি ২০১৬-১৭]

২৫। মাকাল ফল' বাগধারাটি দিয়ে বোঝায়- [ঢা.বি. অধিভুক্ত ৭ কলেজ - (মানবিক)]

- | | | |
|------------------------|------------------------------|----------|
| (ক) উচ্চিষ্ট বন্ধু | (খ) নির্দিষ্ট খাতুভিত্তিক ফল | |
| (গ) বিশেষ অর্থে গুণহীন | (ঘ) কদাকার বন্ধু | উত্তরঃ গ |

২৬। 'অপরিচিত' গল্পটি প্রথম প্রকাশ পায় কোন পত্রিকায়? [রা.বি. A ইউনিট ২০১৭-১৮]

- (ক) কবিতা পত্রিকায় (খ) সবজপত্র পত্রিকায় (গ) কল্লোল পত্রিকায় (ঘ) ভারতী পত্রিকায় উত্তরঃ খ

২৭। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমার নাই' উক্তিটি কার? [ৱা.বি. A ইউনিট ২০১৭-১৮]



ପ୍ରୟାକଟିସ

ବ୍ୟାକିନୀ

১। রবীন্দ্রনাথ ঠাকরের জীবনাবসান ঘটে কোথায়?

- (ক) জোড়াসাঁকোর ঠাকুর বাড়িতে
(গ) কষ্টিয়ার শিলাইদহে

(খ) বোলপুরের শান্তিনিকেতনে
(ঘ) কলিকাতার হাসপাতালে

২। গানের যে অংশ দোহারেরা বারবার পরিবেশনে করে তাকে কী বলে?

৩। 'এসপার-ওসপার' বাগধারাটির অর্থ কী?

৪। 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম প্রকাশিত হয় কোন পত্রিকায়?

৫। 'অপরিচিত' গল্পটি 'সবুজপত্র' পত্রিকার কোন সংখ্যায় বের হয়?

৬। 'অপরিচিতা' গল্পে নায়কের বয়স কত বলা হয়েছে?

৭। 'তবু ইহার বিশেষ মূল্য আছে' এখানে কীসের মূল্যের কথা বলা হয়েছে?

৮। ছেলেবেলায় পঙ্গিতমশাই অনুপমকে কীসের সাথে তুলনা করতেন?

- (ক) ডিজে বেড়াল (খ) মাকাল ফল (গ) গোলাপ ফুল (ঘ) পূর্ণিমার চাদ

৯। অনুপমের আসল অভিভাবক কে?

১০। 'অপরিচিত' গল্পে মামার সাথে অনুপমের বয়সের পার্থক্য কত?

- (ক) বছর চারেক (খ) বছর ছয়েক (গ) বছর আষ্টেক (ঘ) বছর দশেক

১১। কন্যার পিতামাত্রই কোনটি স্বীকার করবেন?

- (ক) অনুপম রঞ্জিবান
(গ) অনুপম রঞ্জিবান

(খ) অনুপম সৎপাত্র
(ঘ) অনুপম ব্যক্তিসম্পর্ক

১২। অনুপম কোনটি খায় না বলে গর্ব প্রকাশ করেছে?

১৩। বিয়েবাড়িতে ঢুকে মামাৰ খশি না হওয়াৰ কাৱণ ছিল না কোনটি?

- (ক) স্থান ও আয়োজন দেখে
(গ) গহনার পরিমাণ দেখে

(খ) আপ্যায়নের ক্ষটির কারণে
(ঘ) বেয়াইয়ের আচর-আচরণে

১৪। মামা কেমন ঘরের মেঝে পচল্দ করতেন?

১৫। অনপমের বন্ধুর নাম কী?

১৬। মেয়ের চেয়ে মেয়ের বাপের খবরটাই কার কাছে গুরুতর?

১৭। অন্নপমের শিক্ষাগত যোগাতা কি?

୧୮। 'ମେଘ ଯଦି ବଲୋ ତରେ' ଉତ୍ସିତି କାବୁ?

১৯। 'অপরিচিত' শব্দে বাস্তিক মনের মানস কে?

- (ক) অনপম (খ) পটুক (গ) হরিশ (ঘ) মামা

১০। 'একবার যামার কাছে কথাটা পাইয়া দেখ' উল্লিখি কাব?

- (ক) বিনামূলের (খ) শম্ভুগঠনের (গ) করিপ্পের (ঘ) কারপ্পের

১। কোন কাজ করে?

- (ক) কলকাতা
(খ) আনন্দনাথ
(গ) বাজপেত
(ঘ) কানপুর

କେବଳ ପାଦମର ଉପରେ ଲାଗିଥିବା ଏହା କିମ୍ବା ଏହାରେ କାହାର କଥା ବନ୍ଦ ହେବା?

- (一) _____ (二) _____ (三) _____ (四) _____

11-~~10~~-~~10~~-~~10~~-~~10~~

- (—) ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର ପାତ୍ର

২৪। 'অপরিচিতা' গল্পে কোন দ্বীপের উল্লেখ আছে?

- (ক) আল্দামান দ্বীপ (খ) হাইকু দ্বীপ (গ) ক্যারিবীয় দ্বীপ (ঘ) বালি দ্বীপ

২৫। কে কন্যাকে আশীর্বাদ করতে গেল?

- (ক) হরিশ (খ) অনুপম (গ) মামা (ঘ) বিনুদাদা

২৬। বিনুদাদার সাথে অনুপমের সম্পর্ক কী?

- (ক) মাসতুতো ভাই (খ) পিসতুতো ভাই (গ) খুড়তুতো ভাই (ঘ) মামাতো ভাই

২৭। মন্দ নয় হে, খাঁটি সোনা বটে। উক্তিটি কার?

- (ক) বিনুদার (খ) হরিশের (গ) মামার (ঘ) ঘটকের

২৮। বিনুদাদা 'চমৎকার' এর স্থলে কী বলে?

- (ক) চলনসই (খ) অসাধারণ (গ) বিস্ময়কর (ঘ) সাদামাটা

২৯। কল্যাণীর পিতার নাম কী?

- (ক) হরিষচন্দ্র দত্ত (খ) বিনোদবিহারী সেন

- (গ) শঙ্কুনাথ সেন (ঘ) গৌরীশংকর দত্ত

৩০। শঙ্কুনাথ বাবুর বয়স কত?

- (ক) প্রায় চল্লিশ বছর (খ) প্রায় পঞ্চাশ বছর

- (গ) প্রায় ষাট বছর (ঘ) প্রায় সত্ত্বর বছর

৩১। 'তাহার বিনয়টা অজস্র নয়'- কার?

- (ক) অনুপমের (খ) বিনুদাদার (গ) শঙ্কুনাথের (ঘ) মামার

৩২। 'বাবাজি একবার এদিকে আসতে হচ্ছে'- উক্তিটি কার?

- (ক) মামাৰ (খ) শঙ্কুনাথেৰ (গ) হরিশেৰ (ঘ) মায়েৰ

৩৩। কষ্টিপাথের নিয়ে কে বসে ছিল?

- (ক) মামা (খ) স্যাকৱা (গ) বিনুদাদা (ঘ) হরিশ

৩৪। 'এয়ারিং' কোথা থেকে আনা হয়েছে?

- (ক) বিলেত (খ) কানপুৰ (গ) কলিকাতা (ঘ) আল্দামান

৩৫। 'ঠাট্টার সম্পর্কটাকে স্থায়ী করিবার ইচ্ছা আমাৰ নাই'- উক্তিটি

- (ক) বিনুদাদার (খ) অনুপমের (গ) মামাৰ (ঘ) শঙ্কুনাথেৰ বাবুৰ

৩৬। অনুপম কাকে নিয়ে তীর্থ্যাত্মা শুরু করে?

- (ক) কল্যাণীকে (খ) মাকে (গ) হরিশকে (ঘ) বিনুদাদাকে

৩৭। মা-পুত্রের তীর্থ্যাত্মার বাহন কী ছিল?

- (ক) রেলগাড়ি (খ) গৱৰুৰ গাড়ি (গ) মোটৱ গাড়ি (ঘ) ঘোড়াৰ গাড়ি

৩৮। 'অন্ধপূর্ণাৰ কোলে গজাননেৰ ছোট ভাইটি' এখানে 'ছোট - ভাইটি' বলতে কাকে বোঝানো হয়েছে?

- (ক) গণেশ (খ) প্ৰজাপতি (গ) কাৰ্তিক (ঘ) পঞ্চশৰ

৩৯। 'এখানে জায়গা আছে' উক্তিটি কার?

- (ক) আর্দালির (খ) গার্ডের (গ) কল্যাণীর (ঘ) অনুপমের

৪০। স্টেশনে অনুপম কী ফেলে গেল?

- (ক) টিকিট (খ) ক্যামেরা (গ) তোরঙ্গ (ঘ) লঞ্চন

৪১। ট্রেনে দেখা হওয়ার সময় কল্যাণীর বয়স কত ছিল?

- (ক) ১৪/১৫ বছর (খ) ১৫/১৬ বছর (গ) ১৬/১৭ বছর (ঘ) ১৭/১৮ বছর

৪২। অপরিচিত মেয়েটির সঙে কতজন মেয়ে ছিল?

- (ক) ২/৩ জন (খ) ৩/৪ জন (গ) ৪/৫ জন (ঘ) ৫/৬ জন

৪৩। কল্যাণী স্টেশন হতে কী খাবার কিনে নেয়?

- (ক) চানা-মুষ্ঠ (খ) ঝালমুড়ি (গ) চিনেবাদাম (ঘ) ঝুরিভাজা

৪৪। শন্তুনাথ পেশায় কী ছিলেন?

- (ক) উকিল (খ) শিক্ষক (গ) ডাক্তার (ঘ) ব্যবসায়ী

৪৫। মাতৃ-আজ্ঞা বলতে কল্যাণী কার প্রতি ইঙ্গিত করেছে?

- (ক) মায়ের প্রতি (খ) মাতৃভূমির প্রতি (গ) ধরণীর প্রতি (ঘ) অন্নপূর্ণার প্রতি

৪৬। বিবাহের সময় অনুপমের বয়স কত ছিল?

- (ক) ২১ বছর (খ) ২৩ বছর (গ) ২৫ বছর (ঘ) ২৭ বছর

৪৭। গজাননের মায়ের নাম কী?

- (ক) অনন্দা (খ) অন্নপূর্ণা (গ) কল্যাণী (ঘ) হৈমন্তী

৪৮। 'শিগগির চলে আয়, এই গাড়িতে জায়গা আছে' উক্তিটি কার?

- (ক) অনুপমের (খ) কল্যাণীর (গ) বিনুদাদার (ঘ) অনুপমের

৪৯। হরিশ কী উপলক্ষে কলকাতায় এসেছে?

- (ক) তীর্থ উপলক্ষে (খ) ছুটি উপলক্ষে (গ) পূজা উপলক্ষে (ঘ) বিয়ে উপলক্ষে

৫০। কাকে অনুপমের ভাগ্য দেবতা বলে উল্লেখ করা হয়েছে?

- (ক) হরিশকে (খ) মামাকে (গ) বিনুদাকে (ঘ) শন্তুনাথকে

৫১। কার টাকার প্রতি আসক্তি বেশি?

- (ক) শন্তুনাথের (খ) কল্যাণীর (গ) অনুপমের (ঘ) মামার

৫২। 'কিছুদিন পূর্বে এমএ পাশ করিয়াছি'- উক্তিটি কার?

- (ক) মামার (খ) বিনুদার (গ) অনুপমের (ঘ) হরিশের

৫৩। 'একবার মামার কাছে কথাটা পাড়িয়া দেখ'- কথাটি কীসের?

- (ক) দানের (খ) চাকরির (গ) বিয়ের (ঘ) ভ্রমণের

৫৪। বিয়ের সময় কল্যাণীর প্রকৃত বয়স কত ছিল?

- (ক) ১৪ বছর (খ) ১৫ বছর (গ) ১৬ বছর (ঘ) ১৭ বছর

৫৫। মামার বাহিরের ঘাত্রাপথের সীমানা কতদূর?

- (ক) আল্দামান পর্যন্ত (খ) কো঱গর পর্যন্ত (গ) কানপুর পর্যন্ত (ঘ) হাওড়া পর্যন্ত

৫৬। বিবাহের কতদিন পূর্বে অনুপমের সাথে তার শৃঙ্খলের সাক্ষাৎ হয়?

- (ক) ২ দিন (খ) ৩ দিন (গ) ৪ দিন (ঘ) ৫ দিন

৫৭। 'তিনি বড়ই চুপচাপ' এখানে কার কথা বলা হয়েছে?

- (ক) মামা (খ) হরিশ (গ) শঙ্খনাথ (ঘ) মা

৫৮। 'তিনি কিছুতেই ঠকবেন না' কার প্রসঙ্গে বলা হয়েছে?

- (ক) মামা (খ) মা (গ) বিনুদাদা (ঘ) হরিশ

৫৯। 'অপরিচিতা' গল্পে কোন সময় অনুপম বিনুদাদার বাড়িতে যেত?

- (ক) সন্ধায় (খ) রাতে (গ) দুপুরে (ঘ) বিকালে

৬০। মেয়েটিকে অনুপমের ফটোগ্রাফ দেওয়ার কথা কে বলেছে?

- (ক) অনুপম (খ) বিনুদাদা (গ) মামা (ঘ) হরিশ

৬১। রেল কর্মচারী কতটি টিকিট বেঁকে বুলিয়েছিলেন?

- (ক) দুইটি (খ) তিনটি (গ) চারটি (ঘ) পাঁচটি

৬২। আর্দালিসহ ভ্রমণে বের হয়েছে কে?

- (ক) রেলওয়ে কর্মকর্তা (খ) ইংরেজ জেনারেল

- (গ) জমিদারের নায়েব (ঘ) রায় বাহাদুর সাহেব

৬৩। একখানা বালা বেঁকে গেল কেন?

- (ক) খাদ নেই বলে (খ) খাদ বেশি বলে

- (গ) সোনা কম বলে (ঘ) পুরোনো গহনা বলে

৬৪। 'আমার জীবনটা না দৈর্ঘ্যের হিসাবে বড়, না গুণের হিসাবে' বলতে কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) সংসার অনভিজ্ঞ (খ) কমবয়সী

- (গ) বিয়ের অনুপযুক্ত (ঘ) মামার ওপর নির্ভরশীল

৬৫। 'তোমার নাম কী?' - কল্যাণীকে কে জিজ্ঞাসা করল?

- (ক) অনুপম (খ) অনুপমের মা (গ) জেনারেল (ঘ) স্টেশন মাস্টার

৬৬। 'আমার পিতা এক কালে গরিব ছিলেন' কার পিতা?

- (ক) অনুপমের (খ) কল্যাণীর (গ) হরিশের (ঘ) শঙ্খনাথ বাবুর

৬৭। সরস রসনার গুণ আছে কার?

- (ক) হরিশের (খ) বিনুদাদার (গ) কল্যাণীর (ঘ) মামার

৬৮। অত্যন্ত আঁট ভাষার বক্তা কে?

- (ক) হরিশ (খ) বিনুদাদা (গ) মামা (ঘ) শঙ্খনা

৬৭। কার সঙ্গে পঞ্চশরের বিরোধ নেই বলে অনুপমের মনে হলো?

৭০। সুপুরুষ বটে- কে?

৭১। চুল কাঁচা; গোফ পাক ধরেছে- কার?

୭୨। କଲ୍ୟାଣୀ କୋନ ସ୍ଟେଶନ ନେମେ ଗେଲ?

৭৩। ছোটবেলায় পঙ্গিত মশায় বিদ্রূপ করত কেন?

৭৪। অনুপমকে বিবাহ আসর থেকে ফিরিয়ে দেবার কারণ কী?

৭৫। 'আমাৱ প্ৰোপৰি বয়সই হলো না' কথাটি দ্বাৰা কী বোঝানো হয়েছে?

- (ক) তরুণ বয়সী (খ) অপরিণত বয়সী (গ) অতি নির্ভরশীল (ঘ) চিন্তায় অপরিণত

੭੬। 'ਤਾਮਾਕਟਕ ਪਰ্যੰਤ ਖਾਇ ਨਾ' ਉਕਿਟਿ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਬੋਝਾਨੇ ਹਿੱਧੇਚੇ?

- (ক) তামাক ক্ষতিকর (খ) তামাক অপচল (গ) অতি ভালো মানুষ (ঘ) খাওয়ায় অসুস্থ

৭৭। কনের বয়স নিয়ে মন ভাবি হওয়া সত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত মামাৰ মন বৰম হলো কীভাৱে?

- (ক) পণ্যের আঁশাতে (খ) কনের গুণমন্তব্যায় (গ) হরিশের বাকপটতায় (ঘ) বিনদার ব্যবহারে

୭୮। ମାମାର ମନ ଭାବି ହଲୋ କେନ?

- (ক) পণের অঙ্ক সামান্য বলে (খ) মেয়ের শিক্ষা কম বলে

- (গ) মেয়ের বয়স বেশি বলে (ঘ) পর্ণের অঙ্ক সামান্য বলে

৭৯। 'খাটি সোনা বটে!' বলতে বিনদাদা কোনটিকে বুঝিয়েছে?

৮০। আনপমের বাবা কী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন?

- (ক) ডাক্ষিণ
(খ) ওকালতি
(গ) মাস্টোরি
(ঘ) ব্রাবসা

৮১। মামাকে ভাগ্য দেবতার পঞ্চান এজেন্ট বলা হয়েছে কেন?

- (ক) প্রতিপন্থির জন্ম (খ) প্রজাবের জন্ম (গ) মানামনের জন্ম (ঘ) কাঁচবদ্ধির জন্ম

৮২। 'অপরিচিতা' গল্পটি প্রথম গল্পজীক্ষ হয় কোন গল্পে?

- (ক) গল্পঘূষ
(খ) গল্পসংগঠ
(গ) গল্পসম্পর্ক
(ঘ) গল্পস্মিন্দ

৮৩। অপরিচিতা গল্লের লেখক কে?

৪৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কত বঙ্গাব্দে জন্মগ্রহণ করেন?

৮৫। অনুপম আহারে বসতে পারল না কেন?

৮৬। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পিতার নাম কী?

୮୭। ଗାୟେ ହଲୁଦ ଅନୁଷ୍ଠାନ କେମନ ହଲୋ?

- (ক) ধূমধাম করে (খ) হেলাফেলাভাবে (গ) অতি গোপনে (ঘ) সাদামাটাভাবে

৮৮। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কোন অভিধায় সম্ভাষিত হয়েছেন?

৪৯। সাতাশ বছরের জীবনটা বড় নয়-

- i. দৈর্ঘ্যের হিসেবে
 - ii. গুণের হিসেবে

III. ତାଙ୍ଗସେର ହିସେବେ

- ମିଳିବାରେ କେବଳଟିମାତ୍ର ଗାଁରୁଙ୍କାରୁଙ୍କ ପାଇଁ ହେଲାଯାଇଥାଏ?

- i. তিনি এককালে গরিব ছিলেন
 - ii. ওকালতি করে তিনি প্রচুর টাকা রোজগার করেন
 - iii. টিনি টাইপিস্ট হিসেবে কাজ করেন

- $\langle \text{--} \rangle \vdash \beta$ $\langle \text{wt} \rangle \vdash \beta$ $\langle \text{ct} \rangle \vdash \beta$ $\langle \neg \rangle \vdash \beta$

ପାଇଁ କାହିଁଏବେଳି କାହିଁଏବେଳି କାହିଁଏବେଳି କାହିଁଏବେଳି

- ESTATE PLANNING

II. MEDICAL HISTORY

- ### III. କାନ୍ତିକାଳ ପୁରୁଷଙ୍କରଣ

III. ଅୟୁଷେହ ପୁରୁଷ

- (+) + (-) = 0 (+) + (+) = (+) (-) + (-) = (-) (-) + (+) = (-)

৯২। কোন তথ্যগুলো অনুপমের মামাৰ ক্ষেত্ৰে প্ৰযোজ্য?

- i. মামাই অনুপমের অভিভাবক
 - ii. তিনি অনুপমের চেয়ে বড়জোর বছর ছয়েকের বড়
 - iii. ফঙ্গুর বালির মতো তিনি অনুপমের সংসার আঁকড়ে আছেন

(ক) i ii (খ) i ii

- ১৩। মামাৰ পক্ষৰে বৈঘণি-ওমন-

• [About](#) [Help](#)

- ii. টাকা দিতে কসুর করবে ন
 - iii. যাকে শোষণ করা চলবে

নিচের কোনটি সঠিক?

৯৪। হরিশের বর্ণনায় মেঘের বাবার পরিচয় সম্পর্কে জানা যায়-

- i. এককালে তাদের বৎশে লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট উপুড় করা ছিল
 - ii. দেশে বৎশমর্যাদা রক্ষা করে চলা কঠিন বলে পশ্চিমে গিয়ে বাস করছেন
 - iii. কানপুরে তিনি একজন প্রতিষ্ঠিত ডাঙ্কার

নিচের কোনটি সঠিক?

৯৫। 'অপরিচিত' গল্পের কনের বাপ কেন কেবলই সবর করছেন?

- i. লক্ষ্মীর মঙ্গলঘট শূন্য বলে
 - ii. বরের হাট মহার্ঘ বলে
 - iii. যোগ্য বর খুঁজে না পাওয়ায়

নিচের কোনটি সঠিক?

৯৬। কন্যার রূপ-গুণের বর্ণনায় বিনদাদা বলেছিলেন-

- i. ମନ୍ଦ ନୟ ଛେ
 - ii. ଖାଁଟି ସୋନା ଛେ

... ଖାଁଟି ଲୋକ ରହେ

କିମେ କୋଣାଟି ଘର୍ଷିତ?

- (ক) i ii (খ) i iiiii (গ) ii iiiii (ঘ) i ii iiiii

৯৭। 'অপরিচিতা' গল্পে কন্যার পিতার পরিচয় ফুটিয়ে তুলতে বলা হয়েছে

- i. বয়স তাঁর চল্লিশের কিছু এপারে বা ওপারে
- ii. চুল কাঁচা, গেঁফে পাক ধরতে আরম্ভ করেছে মাত্র
- iii. ডাঙ্গারি করে অনেক টাকা কামিয়েছেন

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| (ক) i, ii | (খ) i, iii | (গ) ii, iii | (ঘ) i, ii, iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

৯৮। বিয়ের বরঘাত্রায় বাদ্যযন্ত্র হিসেবে বাজানো হয়েছিল-

- i. ব্যাণ্ড
- ii. বাঁশি
- iii. শখের কল্পর্ট

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| (ক) i, ii | (খ) i, iii | (গ) ii, iii | (ঘ) i, ii, iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

৯৯। বিয়েবাড়িতে ঢুকে মামার খুশি না হওয়ার কারণ-

- i. বরঘাত্রীর তুলনায় উঠানটা সংকীর্ণ
- ii. সমস্ত আয়োজন নিতান্ত মধ্যম রকমের
- iii. কনের পিতার ব্যবহারটাও নিতান্ত ঠান্ডা

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| (ক) i, ii | (খ) i, iii | (গ) ii, iii | (ঘ) i, ii, iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

১০০। শঙ্খনাথ বাবুর উকিল বন্ধুর পরিচয় সম্পর্কে বলা হয়েছে-

- i. গলা ভাঙা (উচ্চতর দক্ষতা)
- ii. মিশ-কালো
- iii. বিপুল-শরীর

নিচের কোনটি সঠিক?

- | | | | |
|-----------|------------|-------------|----------------|
| (ক) i, ii | (খ) i, iii | (গ) ii, iii | (ঘ) i, ii, iii |
|-----------|------------|-------------|----------------|

✓ উত্তরমালা

SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans	SL	Ans
১	ক	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	ক
৬	গ	৭	ক	৮	খ	৯	খ	১০	খ
১১	খ	১২	ক	১৩	গ	১৪	খ	১৫	গ
১৬	গ	১৭	খ	১৮	খ	১৯	গ	২০	ঘ
২১	ঘ	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	ঘ
২৬	খ	২৭	ক	২৮	ক	২৯	গ	৩০	ক
৩১	গ	৩২	খ	৩৩	খ	৩৪	ক	৩৫	ঘ
৩৬	খ	৩৭	ক	৩৮	গ	৩৯	গ	৪০	খ
৪১	গ	৪২	ক	৪৩	ক	৪৪	গ	৪৫	খ
৪৬	খ	৪৭	খ	৪৮	খ	৪৯	খ	৫০	খ
৫১	ঘ	৫২	গ	৫৩	গ	৫৪	খ	৫৫	খ
৫৬	খ	৫৭	গ	৫৮	ক	৫৯	ক	৬০	ঘ
৬১	ক	৬২	খ	৬৩	ক	৬৪	ক	৬৫	খ
৬৬	ক	৬৭	ক	৬৮	খ	৬৯	গ	৭০	ঘ
৭১	খ	৭২	গ	৭৩	ঘ	৭৪	ক	৭৫	গ
৭৬	গ	৭৭	গ	৭৮	গ	৭৯	খ	৮০	খ
৮১	খ	৮২	গ	৮৩	ঘ	৮৪	খ	৮৫	ঘ
৮৬	গ	৮৭	ক	৮৮	খ	৮৯	ক	৯০	ঘ
৯১	খ	৯২	ঘ	৯৩	ঘ	৯৪	ক	৯৫	খ
৯৬	খ	৯৭	ক	৯৮	ঘ	৯৯	ঘ	১০০	ঘ

সৃজনশীল প্রশ্ন

প্রশ্ন- ১: কন্যার বাপ সবুর করিতে পারিতেন, কিন্তু বরের বাপ সবুর করিতে চাহিলেন না। তিনি দেখিলেন, মেয়েটির বিবাহের বয়স পার হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আর কিছুদিন গেলে সেটাকে ভদ্র বা অভদ্র কোনো রকমে চাপা দিবার সময়টাও পার হইয়া যাইবে। মেয়ের বয়স অবৈধ রকমে বাড়িয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু পণের টাকার আপেক্ষিক গুরুত্ব এখনো তাহার চেয়ে কিঞ্চিৎ উপরে আছে, সেইজন্য তাড়া।

[রা.বো.; কু.বো.; চ.বো.; ব.বো. ২০১৮]

ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম কী?

খ. “অন্নপূর্ণার কোলে গজাননের ছোট ভাইটি” - উক্তিটি ব্যাখ্যা কর।

গ. উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্লের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য নিরূপণ করো।

ঘ. “উদ্দীপকের ঘটনাচিত্রে ‘অপরিচিতা’ গল্লের খণ্ডাংশ প্রতিফলিত হয়েছে” - উক্তিটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করো।

সমাধান:

ক. অনুপমের পিসতুতো ভাইয়ের নাম- বিনু।

খ. প্রশ্নোক্ত উক্তিটিতে বাঙার্থে দেবতা কার্তিকের সঙ্গে অনুপমের তুলনা করা হয়েছে। দেবী দুর্গার দুই পুত্র - অগ্রজ গণেশ ও অনুজ কার্তিকেয়। দেবী দুর্গার কোলে দের সেনাপতি কার্তিকেয় অপূর্ব শোভা পায়। বড়ো হয়েও অনুপম কার্তিকের মতো মায়ের কাছাকাছি থেকে মাতৃআজ্ঞা পালনে ব্যস্ত থাকে। তাই পরিণত বয়সেও তার স্বাধীন ব্যক্তিত্বের বিকাশ ঘটে না। পাঠ্য গল্লের অনুপম পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় ও ব্যক্তিত্বহীন একটি চরিত্র। উচ্চ শিক্ষিত হলেও তার নিজস্বতা বলতে কিছু নেই। তাকে দেখলে মনে হয় আজও সে যেন মায়ের কোলে থাকা শিশুমাত্র। এজন্যই ব্যক্ত করে অনুপমকে গজাননের ছোটো ভাই কার্তিকের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

গ. ঘোড়ুকের প্রতি মনোভাবের দিক থেকে উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্লের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

‘অপরিচিতা’ গল্লে অনুপমের মামা ঘোড়ুকলোভী চরিত্র। তিনি অনুপমের বিয়ের জন্য একটি জুতসই ঘর খুঁজছিলেন; যেখানে না চাইলেও অনেক টাকা ঘোড়ুক পাওয়া যাবে। অনেক খোঁজাখুঁজির পর শন্তুনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর সাথে মামা অনুপমের বিয়ে ঠিক করেন। বিয়ের দিনে মেয়ের বাড়ি থেকে দেয়া ঘোড়ুকের গয়না নিয়ে অনুপমের মামা হীন মানসিকতার পরিচয় দেন। গয়নাগুলো আসল না নকল তা পরীক্ষা করার জন্য তিনি বিয়েবাড়িতে সেকরাকে সঙ্গে নিয়ে আসেন। উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝেও ঘোড়ুকলোভী মানসিকতার পরিচয় পাওয়া যায়। কেননা বিয়ের জন্য মেয়ের বয়স বেশি হলেও ঘোড়ুকের পরিমাণ তার চেয়ে বেশি বলে তিনি এ বিয়ে নিয়ে তাগাদা দেন। উদ্দীপকের বরের বাবার ঘোড়ুকলোভী মানসিকতার এ দিকটি ‘অপরিচিতা’ গল্লের অনুপমের মামার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। কিন্তু অনুপমের মামা যেমন গয়না পরীক্ষা করার জন্য সেকরাকে সাথে নিয়ে বিয়েবাড়িতে আসেন, তেমন বিষয় উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে দেখা যায় না। এছাড়া অনুপমের মামা মেয়ের বাবাকে যেভাবে অপমান করেছে, সে বিষয়টিও উদ্দীপকের বরের বাবার মাঝে অনুপস্থিত।

সুতরাং বলতে পারি, ঘোড়ুককে কেন্দ্র করে উভয় ঘটনা আবর্তিত হলেও উদ্দীপকের বরের বাপের সাথে ‘অপরিচিতা’ গল্লের অনুপমের মামার সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুটোই রয়েছে।

প্রশ্ন- ২: পড়াশুনা শেষ করে সবিতা এখন গ্রামের একটি সরকারি প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা করেন। বছর কয়েক আগে শহরের এক ধনী ব্যবসায়ীর ছেলের সাথে তাঁর বিবাহ স্থির হয়। পাত্রপক্ষ বিয়েতে মোটা অঙ্কের ঘোতুক দাবি করলে তাঁর আত্মসম্মানে আঘাত লাগে। সবিতা নিজেই ঘোতুককে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। পিতামাতা ও সহকর্মীদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও তিনি তাঁর চিন্তা-চেতনায় কোনো পরিবর্তন আনেননি। তিনি ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাণ। মায়ের মতো ভালোবাসা দিয়ে আগলে রাখেন সবাইকে। তিনি বলেন, "দেশকে মাতৃজ্ঞানে সেবা করা, দেশকে ভালোবাসা প্রত্যেকের কর্তব্য।" পরহিতে জীবন উৎসর্গ করাই তাঁর ধর্ম।

[ঢাকা বোর্ড: ২০২২]

ক. অনুপমের বন্ধু হরিশ কোথায় কাজ করে?

খ. "এইটে একবার পরখ করিয়া দেখো।"- ব্যাখ্যা কর।

গ. "উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই ঘোতুকের শিকার।"- মন্তব্যটি বিশ্লেষণ কর।

ঘ. "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"- উক্তিটির যথার্থতা বিচার কর।

সমাধান:

ক. অনুপমের বন্ধু হরিশ কানপুরে কাজ করে।

খ. শঙ্খনাথ সেন আলোচ্য উক্তির মধ্য দিয়ে একজোড়া এয়ারিং সেকরার হাতে দিয়ে তা খাঁটি সোনার কি না পরখ করে দেখতে বলেছেন। 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপমের সঙ্গে শঙ্খনাথ সেনের কন্যা কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু অনুপমের মামার চরম ঘোতুকলোভী মানসিকতার প্রকাশ ঘটে বিয়ের আসরে। ঘোতুকের গহনা কল্যাণীর শরীর থেকে খুলে পরীক্ষা করান অনুপমের মামা। তখন শঙ্খনাথ সেন এক জোড়া এয়ারিং এগিয়ে দেন সেকরার হাতে তা পরখ করে দেখার জন্য। কেননা সেটা ছিল অনুপমের মামার দেওয়া বিলাতি জিনিস, যাতে সোনার ভাগ আছে সামান্যই।

গ. "উদ্দীপকের 'সবিতা' ও 'অপরিচিতা' গল্পের 'কল্যাণী' উভয়েই ঘোতুকের শিকার।"- মন্তব্যটি যথার্থ।
ঘোতুকপ্রথা একটি সামাজিক ব্যাধি। এটি আমাদের সমাজে ডয়াল রূপ ধারণ করেছে। বরপক্ষের দাবি পূরণ করতে কন্যার পিতাকে কখনো কখনো সর্বস্বান্ত হতে হয়। বিয়েতে ঘারা ঘোতুক দাবি করে তারা আত্মসম্মানবোধহীন অমানবিক প্রকৃতির লোক।

উদ্দীপকে ঘোতুকের জন্য বিয়ে ভেঙে ঘাওয়া এবং ঘোতুক দিয়ে বিয়ে না করে আত্মনির্ভরশীল হয়ে মানবকল্যাণে আত্মনিবেদনের দিকটি প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে ঘোতুককে প্রত্যাখ্যান করে বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে সবিতার অটল থাকার কথা বলা হয়েছে। উদ্দীপকের এ বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে

না করার সিদ্ধান্তে অটল থাকার সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। পিতা-মাতা ও সহকর্মীদের অনেক অনুরোধ সত্ত্বেও সবিতা আর বিয়ে করতে চাননি। এ বিষয়টি 'অপরিচিতা' গল্পের কল্যাণীর বিয়ে করতে না চাওয়ার সঙ্গে মিলে যায়। উদ্দীপকে সাবিতাকে বিয়ে করতে আসা বর শহরের ধনী ব্যবসায়ীর ছেলে হলেও মোটা অক্ষের ঘোড়ুক দাবি করে লোভী মানসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। অন্যদিকে 'অপরিচিতা' গল্পে বরপক্ষ কল্যাণীর গহনা পরীক্ষা করতে বিয়েবাড়িতে সেকরা নিয়ে এসেছে এবং অত্যন্ত অমর্যাদাকরভাবে কনের শরীর থেকে গহনা খুলে নিয়ে তা খাঁটি কি না পরীক্ষা করেছে। তাই কল্যাণীর বিয়ে হয়নি। এই দিক বিচারে বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

ঘ. "সবিতার দেশপ্রেম কল্যাণীর মাতৃআজ্ঞার সাথে একই সূত্রে গাঁথা।"- মন্তব্যটি যথার্থ।

দেশসেবা মহৎ কাজ। ঘোড়ুকলোভীদের অন্যায়ের সঙ্গে আপস না করে বহু নারী বিয়ে না করে মানবকল্যাণে আত্মনিয়োগ করে থাকেন। এমনকি পরাধীন না থেকে আত্মনির্ভরশীল হয়ে স্বাধীনভাবে জীবনযাপন করেন।

'অপরিচিতা' গল্পে কল্যাণীর বাবা শম্ভুনাথ সেন বরযাত্রীদের যথার্থ আপ্যায়ন শেষে বিয়ে ভেঙে দেন। কারণ বিয়ের আসরে বরের মামা কনের শরীর থেকে খুলে এনে গহনা পরীক্ষা করতে চাইলে তিনি ব্যথিত হন। তাই তিনি কোনো হীন মানসিকতার মানুষের সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্কে জড়াতে চাননি। কল্যাণী তার বাবার সিদ্ধান্তকে মেনে নিয়ে নিজের আত্মর্যাদা ও ব্যক্তিত্বকে রক্ষা করেছে।' গল্পের কল্যাণীর এ সিদ্ধান্তের সঙ্গে উদ্দীপকের সবিতার সিদ্ধান্ত সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে সবিতার বাবা-মা ও সহকর্মীরা চাইলেও সবিতা বিয়ে না করার সিদ্ধান্তে অটল থেকেছে। এ বিষয়টি কল্যাণীর বিয়ে না করার সিদ্ধান্তের অনুরূপ।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের সঙ্গে কল্যাণীর বিয়ে ভেঙে যায় পাত্র অনুপমের মামার লোভী মানসিকতা এবং বিয়ের আসরে সেকরা দিয়ে কনের গহনা পরীক্ষা করার কারণে। উদ্দীপকের সবিতাও ঘোড়ুকলোভী ধনী ব্যবসায়ী ছেলেকে বিয়ে করেননি। তিনি পড়াশুনা শেষ করে গ্রামের প্রাইমারি স্কুলে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং শিক্ষাদানের মাধ্যমে দেশসেবার কাজ বেছে নিয়েছেন। এসব দিক বিচারে তাই বলা যায়, প্রশ়োক্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

প্রশ্ন- ৩: মাতৃস্বেহের তুলনা নাই, কিন্তু অতি স্বেচ্ছে অনেক সময় অমঙ্গল আনয়ন করে। যে স্বেচ্ছের উত্তাপে সন্তানের পরিপুষ্টি, তাহারই আধিক্যে সে অসহায় হইয়া পড়ে। মাতৃহৃদয়ে মমতার প্রাবল্যে, মানুষ আপনাকে হারাইয়া আপন শক্তির মর্যাদা বুঝিতে পারে না। দুর্বল অসহায় পক্ষীশাবকের মতো চিরদিন স্বেচ্ছাতিষয়ে আপনাকে সে একান্ত নির্ভরশীল মনে করে। ক্রমে জননীর পরম সম্পদ সন্তান অলস, ভীরু, দুর্বল ও পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যস্ত্র বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।

[রাজশাহী বোর্ড' ২০২২]

ক. 'রসনচৌকি' শব্দের অর্থ কী?

খ. 'মামা বিবাহ-বাড়িতে চুকিয়া খুশি হইলেন না।'- কেন?

গ. মাতৃস্বেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যস্ত্র বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।" উদ্দীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে 'অপরিচিতা' গল্লের অনুপম চরিত্রে- বুঝিয়ে লেখ।
ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্বেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্লের পরিণতিতে বৃত্তভাঙ্গা ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।"- মন্তব্যটি তোমার মতামতসহ যাচাই কর।

সমাধান:

ক. 'রসনচৌকি' শব্দের অর্থ শানাই, ঢোল ও কাঁসি এই তিনটি বাদ্যযন্ত্রের সৃষ্টি ঐকতানবাদন।

খ. বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান না হওয়া এবং বিয়ের সমস্ত আয়োজন ও আতিথেয়তা প্রত্যাশিত না হওয়ায় মামা বিয়েবাড়িতে চুকে খুশি হলেন না।

অনুপম-কল্যাণীর বিয়ের অনুষ্ঠানে অনুপমের মামা বরযাত্রীসহ উপস্থিত হয়ে দেখতে পেলেন বিয়েবাড়িতে বরযাত্রীদের জায়গা সংকুলান হচ্ছে না। কন্যার পিতা হিসেবে শন্তুনাথ সেনের ব্যবহারটাও মামার কাছে নেহায়েত ঠাণ্ডা অনুভূত হয়। এমনকি তাঁর বিনয়টাও যথাযথ ছিল না। তাঁর পোশাক-পরিচ্ছদ, বাহ্যিক সৌন্দর্যও মামার ভালো লাগেনি। তৎকালীন সমাজের সন্ত্রান্ত পরিবার হিসেবে বিয়েবাড়িতে কন্যাপক্ষের কাছেয়তটা জাঁকজমকপূর্ণ পরিবেশের মধ্য দিয়ে আদর-আপ্যায়ন প্রত্যাশা করেছিলেন সেই তুলনায় তা স্বল্প হওয়ায় মামা বিয়েবাড়িতে চুকে খুশি হলেন না।

গ. মাতৃস্বেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যস্ত্র বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়।"- উদ্দীপকের এই মন্তব্যের সাদৃশ্যমূলক প্রভাব রয়েছে 'অপরিচিতা' গল্লের অনুপম চরিত্রে- মন্তব্যটি যথার্থ।

মা সন্তানকে অধিক স্বেচ্ছে করবেন এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সন্তানকে শুধু স্বেচ্ছে করলেই চলে না, সেই সঙ্গে সন্তানকে শাসন ও সুশিক্ষাও দিতে হয়। কারণ অতিরিক্ত স্বেচ্ছে সন্তানকে লাগামছাড়া করে দেয় যা সন্তানের জন্য ভালো নয়। অধিক স্বেচ্ছে সন্তানের অমঙ্গল ডেকে আনে।

সন্তানের পরিপুষ্টির জন্য মাতৃস্বেহ অপরিহার্য একথা ঠিক। কিন্তু স্বেচ্ছের আধিক্য সন্তানের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এতে করে সন্তান অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে থাকে। ধীরে ধীরে সে অলস, ভীরু ও কাপুরুষ হয়ে পড়ে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মাতৃস্বেহের আধিক্যে "পরনির্ভরশীল হইয়া মনুষ্যস্ত্র বিকাশের পথ হইতে দূরে সরিয়া যায়" কথাটির অনেকখানিই 'অপরিচিতা' গল্লের অনুপমের চরিত্রে দেখা যায়। বয়স সাতাশ হওয়া সত্ত্বেও অতিরিক্ত স্বেচ্ছে-মমতায় বেড়ে ওঠা অনুপম যেন মায়ের কোলসংলগ্ন শিশুমাত্র। এসবের প্রধান কারণ মাতৃস্বেহের আধিক্য। তাই বলা যায়, প্রশ়ংসন্ত মন্তব্যটি যথার্থ।

ঘ. "উদ্দীপকে বর্ণিত মাতৃস্নেহের আধিক্যে অনুপম চরিত্রের বিকাশ ব্যাহত হয়েছে ঠিকই কিন্তু গল্লের পরিণতিতে বৃত্তভাঙ্গ ভিন্ন এক ব্যক্তি হিসেবে তাকে পাওয়া যায়।"- মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

বিভিন্ন ধরনের সীমাবদ্ধতা মানুষের বিকাশের পথে অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ তখনই সুন্দর মানুষ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় যখন সে সীমাবদ্ধতার গণ্ডি পেরিয়ে অসীমের সন্ধান পায়। তখন মানুষের চিত্ত হয় ভয়শূন্য, আত্মা খুঁজে পায় মুক্তিরস্থাদ।

উদ্দীপকে অতিরিক্ত মাতৃস্নেহের কুফল সম্পর্কে বলা হয়েছে। অতিরিক্ত স্বেচ্ছা সন্তানের জীবন বিকাশের ক্ষেত্রে একটা দেয়াল তুলে দেয়। সেই দেয়াল পার হয়ে সন্তানের সঠিক বিকাশ ঘটে না। সে অসহায় ও দুর্বল থেকে যায়। আর এই গণ্ডির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কারণে সে পরনির্ভরশীল হয়ে থাকে। 'অপরিচিতা' গল্লের প্রথমার্ধে অনুপম চরিত্রে অনুরূপ সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। সে অন্যায় জানা সত্ত্বেও প্রতিবাদ না করে বিয়ের আসর থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে যায়। অনুপম একটি নির্দিষ্ট বলয়ে আটকে ছিল, কিন্তু গল্লের শেষে অনুপম তার মা ও মামাৰ তৈরি দেয়াল ভাঙতে সক্ষম হয়েছে।

অপরিচিতা' গল্লে অবশেষে অনুপম তার মামা এবং মামাৰ পরামর্শ ত্যাগ করে পূর্বের কৃতকর্মের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করে কল্যাণী ও তার পিতার কাছে। উদ্দীপকে মাতৃস্নেহের যে সীমাবদ্ধতার কথা বলা হয়েছে, অনুপম চরিত্রে তার প্রমাণ মিললেও গল্লের শেষার্ধে অনুপম সেই সীমাবদ্ধতা ভাঙতে সক্ষম হয়েছে। তাই বলা যায় যে, প্রশ্নোক্ত মন্তব্যটি যুক্তিযুক্ত।

প্রশ্ন- ৪: সবেমাত্র ডাক্তারি পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরিতে যোগদান করেছে পরেশ। এর মধ্যেই তার বাবা তাকে না জানিয়ে পাশের গ্রামের সুন্দরী শিক্ষিতা এক মেয়ের সাথে বিয়ের ব্যবস্থা পাকা করে ফেলেছেন। ঘটকের মাধ্যমে পরেশ জানতে পেরেছে, ঘর সাজিয়ে দেওয়া ছাড়াও বরপক্ষকে মোটা অঙ্কের টাকা দেওয়ার কথা রয়েছে। সবকিছু জানার পর, কোনো বিনিময় ছাড়াই পরেশ বিয়ের পক্ষে মত দেয় এবং শেষ পর্যন্ত তার কথা সবাই মেনে নেয়।

[কুমিল্লা বোর্ড: ২০২২]

ক. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী কোন ব্রত গ্রহণ করে?

খ. "এটা আপনাদের জিনিস, আপনাদের কাছেই থাক।"- এরূপ মন্তব্যের কারণ কী?

গ. উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্লের কোন চরিত্রের বিপরীত? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্লের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্লের পরিণতি কেমন হতো? বিশ্লেষণ কর।

সমাধান:

ক. বিবাহ ভাঙার পর হতে কল্যাণী মেয়েদের শিক্ষার ব্রত গ্রহণ করে।

খ. "এটা আপনাদের জিনিস, আপনাদের কাছেই থাক।"- অনুপমের মামাকে উদ্দেশ করে এ মন্তব্যটি করেছেন কল্যাণীর বাবা শস্ত্রনাথ সেন।

'অপরিচিতা' গল্লে কল্যাণীর পিতা যখন দেখেন যে বরের মামা কন্যার গহনা যাচাই করার জন্য সঙ্গে করে সেকরা নিয়ে এসেছেন তখনই মেয়ের বাবা শস্ত্রনাথ সেন সিদ্ধান্ত নেন যে, এমন লোভী ও হীন মানসিকতাসম্পন্ন মানুষের ঘরে মেয়ে দেবেন না। কন্যাপক্ষের সমস্ত গহনা একে একে পরীক্ষা করা শেষ হলে

শৰ্ম্মনাথ সেন একজোড়া কানের দুল সেকরাকে পরীক্ষা করতে বলেন। সেকরা জানায় এ দুলে সোনার পরিমাণ অনেক কম আছে। এ কানের দুল অনুপমের মামা মেয়েকে আশীর্বাদ করার সময় দিয়েছিলেন। শৰ্ম্মনাথ সেন অনুপমের মামার হাতে কানের দুল জোড়া দিয়ে প্রশ্নোক্ত কথাটি বলেন। এ ঘটনায় অনুপমের মামা অপমানিত বোধ করেন।

গ. উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের বিপরীত।

যথার্থ মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ কখনই অসংগতিকে মেনে নিতে পারেন না। যদি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী কেউ হন তবে তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। আর যে ব্যক্তি বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের অধিকারী হতে পারে না তার জীবন হয় ব্যর্থ ও হতাশাগ্রস্ত।

উদ্দীপকের পরেশ একজন বেসরকারি চাকরিজীবী। বাবা-মায়ের পছন্দের শিক্ষিতা সুন্দরী এক মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয় ঘোরুক মেওয়ার বিনিময়ে। সবকিছু জানার পর পরেশ বিনিময় ছাড়া বিয়েতে রাজি হয় এবং তার প্রস্তাবে সবাই সম্মতি দেয়। অন্যদিকে 'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম একজন ব্যক্তিত্বহীন মানুষ। সে তার মা ও মামার কথার বাইরে যেতে পারে না। চোখের সামনে অন্যায় হতে দেখেও প্রতিবাদ করতে পারে না। সে শিক্ষিত হলেও নিজে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে না, যে কারণে কল্যাণীর সঙ্গে তার বিয়ে ভেঙে যায়। এমনকি বিয়ের সভা থেকে আতিথেয়তা সম্পন্ন করে কল্যাণীর পিতা শৰ্ম্মনাথ সেন মেয়েকে ব্যক্তিত্বহীন ছেলের কাছে সম্পদানে অসম্মতি জানান। তাই বলা যায়, উদ্দীপকের পরেশ 'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম চরিত্রের বিপরীত।

ঘ. 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতো। স্বাধীন মত প্রকাশের জন্য সবার আগে প্রয়োজন সাহস ও উন্নত মানসিকতা। যাদের সেই সাহস নেই তারা সহজেই অন্যের কাছে নিজের ইচ্ছাকে বিসর্জন দেয়। চোখের সামনে অন্যায় দেখলে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও তারা এর প্রতিবাদ করতে পারে না।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপম শিক্ষিত হলেও একজন ব্যক্তিত্বহীন চরিত্র। সে পরিবারতন্ত্রের কাছে অসহায় পুতুলমাত্র। সে তার মা ও মামার ওপর নির্ভরশীল। গল্পের প্রথমার্ধে অনুপম চরিত্রে সীমাবদ্ধতা লক্ষ করা যায়। মামার মতামতের ওপর ভিত্তি করে অনুপমের বিয়ের দিন ধার্য হলেও ঘোরুক নিয়ে নারীর চরম অবমাননাকালে মেয়ের বাবা কন্যা সম্পদানে অসম্মতি জানান। সবকিছু দেখেও অনুপমের নীরব ভূমিকা তার ব্যক্তিত্বহীনতা প্রকাশ করে। সে অন্যায়ের প্রতিবাদ করতে পারে না বলে বিয়ের আসর থেকে অপমানিত হয়ে ফিরে আসে। অপরদিকে উদ্দীপকের পরেশ চরিত্রে ফুটে উঠেছে অনুপমের বিপরীত চরিত্র। সে বিনিময় ছাড়াই বিয়ের পক্ষে মত দিয়ে তার ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে সক্ষম হয়। এমনকি পরেশের সিদ্ধান্তই পরিবার মেনে নেয়।

'অপরিচিতা' গল্পের অনুপম যদি ব্যক্তিত্বসম্পন্ন যুবক হতো তাহলে কল্যাণী লগ্নভষ্ট হতো না এমনকি অনুপমেরও বিয়ের আসর থেকে ফিরে আসতে হতো না। তাই বলা যায়, 'অপরিচিতা' গল্পের উদ্দিষ্ট চরিত্র যদি উদ্দীপকের পরেশের মতো হতো, তাহলে গল্পের পরিণতি ভিন্ন হতো।

প্রশ্ন- ৫:

"ধলেশ্বরী নদীর তীরে পিসিদের গ্রাম
 তাঁর দেওরের মেয়ে
 অভাগার সাথে তার বিবাহ ছিল ঠিকঠাক
 লগ্ন শুভ, নিশ্চিত প্রমাণ পাওয়া গেল-
 সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে।
 মেয়েটা তো রক্ষা পেল
 আমি তঁরে বচ
 ঘরেতে এলো না সে তো, মনে তার নিত্য আসা যাওয়া
 পরনে ঢাকাই শাড়ি, কপালে সিঁদুর।"

[সিলেক্ট বোর্ড ২০২২]

ক. কল্যাণীর পিতার নাম কী?

খ. "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।"- ব্যাখ্যা কর।

গ. অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতার সাথে উদ্দীপকের মেয়েটির তুলনা কর।

ঘ. 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'- এ চরণের আলোকে বুঝিয়ে লেখ যে, উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য নিজের অক্ষমতাই দায়ী।

সমাধান:

ক. কল্যাণীর পিতার নাম শঙ্কুনাথ সেন।

খ. "ঠাট্টা তো আপনিই করিয়া সারিয়াছেন।"- উক্তিটি শঙ্কুনাথ সেন বরের মামাকে উদ্দেশ করে বলেছিলেন। 'অপরিচিত' গল্পে কল্যাণীর বিয়ের গহনা পরীক্ষা করে দেখার জন্য অনুপমের মামা সেকরা নিয়ে বিয়েবাড়িতে উপস্থিত হন এবং গহনা পরীক্ষা করে দেখেন। মেয়ের বিয়েতে বাবা বেশি খাদ মেশানো সোনা দেবে বা মেয়ের বিয়ের গহনায় চুরি করবে বলে যারা মনে করে তাদের কাছে মেয়ে বিয়ে দেওয়ার সিদ্ধান্ত থেকে সরে আসেন শঙ্কুনাথ সেন। তিনি বরপক্ষকে খাওয়ানো শেষ করে বিদায় দেওয়া উপলক্ষে গাড়ি ডাকার কথা বললে বরের মামা কিছু বুঝতে না পেরে আশ্চর্য হয়ে শঙ্কুনাথ বাবু ঠাট্টা করছেন কি না জানতে চান। জবাবে তিনি প্রশ্নোক্ত উক্তিটি করেন।

গ. অনুপমের কল্পনায় অপরিচিতার সাথে উদ্দীপকের মেয়েটির বিয়ে ভাঙা সত্ত্বেও পাত্রের হৃদয়ে স্থান করে নেওয়ার বিষয়টির মিল লক্ষ করা যায়।

বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব মানুষের যাবতীয় সৌন্দর্যের শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। কিন্তু ব্যক্তিত্বহীন মানুষের স্বপ্ন একবার ভেঙে গেলে সে পুনরায় স্বপ্ন দেখতে সংকোচবোধ করে। যে কারণে সে আপন সত্ত্বার অপমান ঘটতে না দিয়ে জীবন পলাতক হিসেবে পরিচয় বহন করে।

উদ্দীপকে অভাগার সাথে পিসির দেওরের মেয়ের বিবাহের শুভ লগ্ন স্থির হলো। কিন্তু অভাগা নিজের যোগ্যতার বিচার সাপেক্ষে মেয়ের জীবন বা ভবিষ্যৎ শক্তামূলক রাখার নিমিত্তে বিয়ের লগ্নে পালিয়ে গেল। অভাগা জীবন-পলাতক হলেও সে তার পিসির দেবরের মেয়েকে হৃদয়ে ধারণ করে। অন্যদিকে 'অপরিচিত' গল্পে কল্যাণীর বিয়ে ঠিক হয়, কিন্তু বিয়ে হয়নি। বিয়ে না হলেও সম্বন্ধযুক্ত পাত্র অনুপম কল্যাণীকে ভালোবেসে

নিজ হৃদয়ে স্থান দিয়েছে। নিজের ব্যক্তিগতিকে স্বীকার করে সারাটা জীবন কল্যাণীকে কল্পনায় রেখে জীবনের পথ অতিক্রম করেছে। বিয়ে ভেঙে গেলেও উদ্দীপকের মেয়েটি এবং কল্যাণী উভয়ই উভয়ের নির্ধারিত পাত্রের হৃদয়ে স্থান করে নিয়েছিল। তাই এ বিষয়টির মিল লক্ষ করা যায়।

ঘ. 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'- এ চরণের আলোকে উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য নিজের অক্ষমতাই দায়ী। মন্তব্যটি যথার্থ।

সঠিক সময়ে সঠিক কাজ না করলে কখনই কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌছানো সম্ভব না। এজন্য সময়ের কাজ সময়ে করতে হয়। পরিবেশ পরিস্থিতিকে নিজের যোগ্যতাবলে অনুকূলে আনতে না পারলে জীবনভর অনুশোচনায় ভুগে মরতে হয়।

'অপরিচিতা' গল্পে অনুপমের বিয়ে ভেঙে গেলে সে বিরহে জর্জরিত হয়। তবে অনুপমের বিরহের জন্য সে নিজেই দায়ী। বিয়ের সভায় ঘোড়ুক নিয়ে গোলযোগ বাধলে সেখানে অনুপম নীরব ছিল। সে কারণে কল্যাণীর বাবা কন্যা-সম্পদানে অসম্মতি প্রকাশ করেন। অন্যদিকে উদ্দীপকেও অভাগা নিজের অযোগ্যতা অনুধাবন করতে পারে এবং বিয়ে লগ্নে পালিয়ে যায়।

উদ্দীপকের অভাগার বিরহের জন্য তার অযোগ্যতাই দায়ী। 'অপরিচিতা' গল্পে মনস্তাপে বা বিরহে ভেঙে পড়া এক ব্যক্তিগত যুবক অনুপম। তার বিরহের জন্য সে নিজেই দায়ী, কারণ বিরহের মূল কারণ তার অক্ষমতা। তাই বলা যায়, 'সেই লগ্নে এসেছি পালিয়ে'- এ চরণের আলোকে উদ্দীপকের নায়কের মতো অনুপমের বিরহের জন্য তার নিজের অক্ষমতাই দায়ী। সুতরাং মন্তব্যটি যথার্থ।